প্রভাত-কুসুম

"অবলা-বান্ধব," "সদ্ভাব-কুসুম" প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর প্রণীত।

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বদা।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতং॥

মহানির্ব্বাণ।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট—বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১২৯৮।

মূল্য ।৷০ আট আনা।

পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব

বহুমানাস্পদ

সজ্জনবরেণ্য শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন ঘোষ।

মহাত্মন্,

জীবনের দুরধিগম্য বন্ধুর পথে, নিরাশার নিবিড় অমা-আঁধারে, তরঙ্গায়িত তটিনীবক্ষে লক্ষ্যহীন তরীর ন্যায় এতদিন অবসন্ন প্রাণে অবিশ্রান্ত ঘুরিতে ছিলাম। কত ভয়, কত আশঙ্কা, দুরাশার মর্ম্মন্তুদ প্রহার আমার যৌবন-সুলভ-কোমল চিত্তকে অতিমাত্র অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। দুঃসাধ্য জীবন-ব্রতে, কঠোর কর্ত্তব্য-পথে, নিরন্তর পরাজিত চিত্তে কত কি দুঃখের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। বক্ষঃস্থল ক্ষত, দেহবল হত, অথচ প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে ঘোরতর জীবন-সংগ্রাম; ভবিষ্যৎ অন্ধকার, বর্ত্তমান শোচনীয়, কিছুতেই চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে পারি নাই। কিন্তু আপনার আশীর্ব্বাদে, ততোধিক আপনার দয়া ও অনুগ্রহে, জীবনের দুরধিগম্য বন্ধুর পথে, দুর্দ্দিনে, অমার নিবিড় আঁধারে যে আশা ব্রততীর লাবণ্য-জ্যোতিঃ আমাকে পথ দেখাইয়া দিতেছে, তাহাই এখন আমাকে প্রিয়কারিণী দেবীর ন্যায় স্নেহের সুকোমল হস্তে সুস্থ ও সান্ত্বনা করিতেছে। "প্রভাত-কুসুম"

সেই আশা-লতার একটি ফুল——সৌরভ-বিহীন ফুল। মহাত্মন্, যদিও আপনার পূজার উপযোগী ফুল আমার পক্ষে দুর্লভ, তথাপি আন্তরিক ভক্তি-উচ্ছ্বাসের আতিশয্য নিবন্ধন, এই হীন-সৌরভ কুসুমটিকেই আপনার পবিত্র নামে উৎসর্গীকৃত করিলাম। করিয়া কৃতার্থ হইলাম। ভরসা করি, কদাচ আপনার দয়ার কোমল প্রাণে এই অকিঞ্চিৎকর ভক্তির উপহার উপেক্ষিত হইবে না।

আপনার স্নেহানুগত

শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর।

বিজ্ঞাপন।

"প্রভাত-কুসুম" প্রকাশিত হইল। আমার লিখিত কবিতা-সমষ্টি হইতে যে সকল কবিতা সাহিত্য-শিক্ষার্থী ছাত্রগণের অধ্যয়নের উপযুক্ত বোধ করিয়াছি, ইহাতে সেই সমুদয় কবিতাই সন্নিবেশিত করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইয়াছি। কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। যদি "প্রভাত-কুসুম" কোন অংশেও ছাত্রগণের হিতকর ও সুখপাঠ্য হয়, তাহা হইলে আমার সকল যত্ন ও শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

উপযুক্ত বোধে মৎপ্রণীত "সদ্ভাব-কুসুম" হইতে "জীবন-যুদ্ধ," "ঈশ্বর-মিলন-আশা," "প্রকৃতি মা" ও "যমুনা-পুলিনে" শীর্ষক কবিতাগুলি পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

এস্থলে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, আমার শুভানুধ্যায়ী শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু, সুযোগ্য নব্যভারত-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়-চৌধুরী এবং সুযোগ্য সারস্বত পত্র-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয় "প্রভাত-কুসুম" মুদ্রণ সম্বন্ধে আমার সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের নিকট চির বাধিত রহিলাম। ইতি—

কলিকাতা,
১ লা আষাঢ়—১২৯৮।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর।

সূচীপত্র।

প্রভাত-কুসুম।

বসন্ত-ঊষায়।

নবীন-নীরদ-কান্তি-নভোনীলিমায়,
ভুবনমোহিনী ঊষা নাচিয়া বেড়ায় ;
মুখভরা হাসি তার,
ঝরিতেছে অনিবার,
পীযূষ-প্রসূন যেন ঝরে মৃদু বায়।
কিশোর গগনোপরি,
কি মাধুরী মরি মরি !
স্বরগ সুষমা যেন ফুটিছে ধরায় ;
সুখের হিল্লোল বুকে,
আধ ভাঙ্গা ঘুম চোকে,
গগন-উদ্যানে পশি, মধুর ঊষায়,
যেন সুরবালা কুল,
তুলিতে তারকা-ফুল,
উছলে কনক হাসি রূপের প্রভায়।

স্বচ্ছ সরসীর নীরে, কমল-কাননে,
ললিত সংগীত ফুটে ভ্রমর গুঞ্জনে ;
রাজহংস দলে দলে,
বিষদ সরসী-জলে,
সন্তরে মৃণাল লোভে হরষিত মনে।
শীকর জড়িত বায়,
হেসে খেলে চলে যায়,
উষা-অলঙ্কৃত ধরা দলিয়া চরণে।
বায়ুভরে ঢুলি' ঢুলি',
বিকচ কুসুম গুলি,
হাসির জ্যোছনা ঢালে নিভৃত কাননে।
নীরবে ভূরুহ-রাজি,
ফুল্ল-ফুল-সাজে সাজি,
চেয়ে আছে অবিচল আকাশের পানে।

ফুলময়ী বনবালা প্রফুল্ল হিয়ায়,
চারু করে গাঁথে মালা, শ্যাম লতিকায়
হিমকণা-কণ্ঠহার,
শিরোমণি সুষমার,
বিলম্বিত শ্যামতরু-পল্লবিত করে ;

প্রেম-ভক্তি-ফুল্ল মনে,
প্রাণের উপাস্য ধনে,
দিতে যেন উপহার যত্নে সমাদরে।
তরুণ তপন কর,
মরি কিবা মনোহর,
হিম-সিক্ত তরুপত্রে হাসিয়া বেড়ায়।
বিনোদ বিপিনে ব'সে,
ঊষা-মহোৎসবে ভেসে,
শ্যামা দেয় শিশ্, আহা শ্রবণ জুড়ায়!
কোকিল আকুল গানে,
ডাহুক ডাকিছে বনে,
গুঞ্জরে মধুপ কুল প্রমোদ হিয়ায়;
তালতরু-শ্যাম-শিরে সমীর খেলায়।

মধুর ধরায় কিবা অতুল মাধুরী;
সৌন্দর্য্যের শত সিন্ধু উছলিছে মরি!
জগত্ জননী যেন,
আনন্দ ঊষায় হেন,
জগত্ সন্তানে বুকে করিয়া ধারণ,
(সযতনে স্নেহভরে চুম্বিছে বদন;)

মধুমুখ পুতুল সম,
প্রাণ-পুত্র প্রিয়তম,
স্নেহের জননী যথা স্নেহ-বুকে ধরি
(ঢালে স্নেহ-সুধাসিন্ধু, অহ মরি মরি !)
জননীর স্নেহে গ'লে,
ভাসিয়া হিমাশ্রুজলে,
জগত্ কি যেন যাচে জননীর পাশে,
ভগ্ননিদ্র শিশু যথা ভোজন প্রয়াসে।

হাস্যময়ী প্রকৃতির শরদিন্দু বদনে,
শোভার মাধুরী রাশি উছলিছে সঘনে।
চির শোভাময়ী ধরা,
সুখ-সুধারস ভরা,
কে বলে আনন্দ ধাম, নাহি এই ভুবনে ?
কে বলে রে ধরাতল,
পাপ ত্রিতাপের স্থল ?
নিয়ত সুখের স্রোতঃ প্রবাহিত যেখানে।
'এই সুধা-সুষমায়,
যে জন না সুখী হায়,
সে কি ভবে সুখী কভু, ধন-জন-স্বপনে ?

সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি
এ জগতে জে'ন তুমি,
শোভনা প্রকৃতি সদা, ঢালে সুখ জীবনে
সুষমা-পীযূষ ধারে,
সুখময়ী বসুধারে,
রচিলেন যেই শিল্পী, নমি তাঁর চরণে।
ভ্রম নিদ্রা পরিহর,
কেন সুপ্ত নিরন্তর
ওরে ভ্রান্ত মূঢ় মন! দেখ জ্ঞান-নয়নে,—
তাঁরি প্রীতি ফুলবনে,
রবি-শশি-সমীরণে,
তাঁরি স্নেহ-ভালবাসা প্রকৃতির বদনে;
মাতৃ প্রাণে স্নেহ তাঁর,
কি ছার সুধার ধার!
অতুল জগতে তাহা, দেখ জ্ঞান-নয়নে।
অন্তর অমৃত নদী,
চাও সুখ-শান্তি যদি,
ঢেলে দাও সেই প্রেম-জলধির চরণে,
বাজাও হৃদয়-বীণা, প্রেমানন্দ-জীবনে।

চরিত্র

নিরমল যামিনীর নভোনীলিমায়,
পূর্ণকল শরদিন্দু যেমন সুন্দর ;
সেইরূপ মণিপূর্ণ চারু বসুধায়,
আছে দিব্য রত্ন এক দেব-মনোহর ;

সরিৎ-সরসী-নীরে, অরুণ আভায়
প্রসন্ন কমল-মুখ যেমন সুন্দর ;
সেইরূপ মণিপূর্ণ চারু বসুধায়,
আছে দিব্য রত্ন এক দেব-মনোহর ;

বিহগ-কূজিত বনে, মধুর ঊষায়
কুসুমের হাসি-মুখ যেমন সুন্দর ;
সেইরূপ মণিপূর্ণ চারু বসুধায়,
আছে দিব্য রত্ন এক দেব-মনোহর ;

নীরব নিশীথে, স্বচ্ছ তটিনীর গা'য়
হিল্লোলে জ্যোছনা হাসি যেমন সুন্দর ;
সেইরূপ মণিপূর্ণ চারু বসুধায়
আছে দিব্য রত্ন এক দেব-মনোহর ;

জগতের অতিপ্রিয়, অতুল সে ধন,
জীবনের শুভপ্রদ; ত্রিদিব-সোপান ;
মানুষ দেবতা হয় লভি সে রতন,
সংসারে দুর্লভ, চির সুখের নিদান।

চরিত্র—সাধুতা সম কি ধন জগতে ?—
তুচ্ছ সে সম্পদ্ রাশি, যার মোহাবেশে
অহঙ্কৃত, আশালুব্ধ, ধাবিত কুপথে,
নিয়ত দগধ নর কুচিন্তার বিষে !

নরলোকে নিত্যপূজা হৃদয়-মন্দিরে,
ভক্তিশ্রদ্ধা-ফুলদলে সাধু সাধুতার ;
দুর্জ্জনতা চির হেয়, অসাধুর শিরে
পড়ে শত পদাঘাত—বজ্রের প্রহার।

নির্ম্মল-স্বভাব সাধু সদা সহৃদয়,
পথের কাঙ্গাল যদি, নহে তুল্য তাঁর
ভোগ-সুখে অভিলাষী অতৃপ্তহৃদয়,
কুস্বভাব, নীচাসক্ত ধরণীঈশ্বর !

চিরদিন শোভে মণি মস্তক-মুকুটে,
উজ্জ্বল প্রভায় তার দীপ্ত চরাচর ;

দৈবেতে পতন হায় যদি পঙ্কে ঘটে,
সাদরে মস্তকে ধরে জহরী নিকর।

অই যে চরিত্র-হীন, মণিবিমণ্ডিত,
চঞ্চল, গরল-মুখ, ক্রূর বিষধর,
কে তারে আদরে? দুষ্ট চির কলঙ্কিত
ব'লে দেখ করে ঘৃণা সবে নিরন্তর।

হ'তে পারে তৃণাশ্রিত বিভাবসু প্রায়,
দপ্ করে ক্ষণস্থায়ী লৌকিক উন্নতি,
পরম অধর্ম্মচারী মানবের হায়,
ধ্রুব সত্য পরিণামে অশেষ দুর্গতি;

প্রভঞ্জন-বিস্ফারিত তরঙ্গ সলিলে
ভগ্নতরী আরোহীর বিপদ্ যেমন;
অসাধুর—জর্জ্জরিত কলঙ্ক-গরলে—
লাঞ্ছনা, তাড়না, মৃত্যু নিশ্চয় তেমন।

পাপীর বাহ্যিক দেহ যদিও সুন্দর,
অন্তর্দ্দেহে জ্বলে সদা খর তুষানল,
ভস্মাশ্রিত বহ্নি যথা; হায় নিরন্তর
সংগোপনে ঝরে কত নয়নের জল!

অসাধুর কি দুর্গতি! অসাধু যে জন,
নিন্দে তারে পাপী ব'লে সহযোগী তার;
অবিশ্বাসী কলঙ্কী সে,—বিশ্বাসে কখন
নাহি এক কপর্দ্দকে, অন্য কথা ছার।

কে না জানে পোড়ে পাপী নরক অনলে?
কে না বুঝে অসাধুর বিপন্ন জীবন?
কে না দেখে ভাসে পাপী নয়ন সলিলে?
কিন্তু নাহি করে কেহ স্বভাব শোধন!

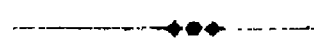
ধিক্ তারে! নাহি যার সাধুতা সম্পদ্;
জগতের চির শত্রু ঘৃণিত সে জন;
অবিরত অনিবার্য্য বিষম বিপদ্,
মেদিনী মাঝারে তার জঘন্য জীবন!

সাধুতার সুখময়ী শীতল ছায়ায়,
শান্তির সাগরে মগ্ন হয়েছে যাঁহারা,
সম্ভোগে স্বর্গীয় সুখ, দুঃখের ধরায়;
সংসার-ললাম আহা! কেবলি তাঁহারা।

চরিত্র অমূল্য নিধি, লভিতে বাসনা
আছে যদি প্রিয়গণ! কর প্রাণপণ;

একটী সামান্য দোষ হেলায় পোষ'না,
রে'খ সদা আত্মপ্রতি জাগ্রত নয়ন।

ধন্য হবে নর জন্ম ; জগত্ সংসারে,
হ'বে তব নিদর্শনে শতেকের পথ।
ঈশ্বরের প্রীতিসুধা দিব্য পুরস্কার,
পাবে শান্তি, হ'বে সুখ, পূর্ণ মনোরথ।



তরু-জীবন।

চারু প্রকৃতির নিভৃত নিকুঞ্জে,
কিবা শোভে তরু শ্যামল সুন্দর!
ইচ্ছা হয় সদা দেখি আঁখি ভ'রে,
মরতের এই তরু মনোহর।

শ্যামল পল্লবে পল্লবিত দেহ,
শ্যাম-অঙ্গে শোভে নবীন বল্লরী,
ফুটে ফুল দল, জনমে সুফল,
অতুল সে শোভা, যাই বলিহারি?

বন-রঙ্গভূমে চির বাসস্থান ;
প্রকৃতি যথায় নিয়ত খেলায়,
কবিতা-আরামে শীতলে হৃদয়
প্রকৃতি-প্রেমিক ভাবুক যথায়।

ধ্যান-পরায়ণ মুনি মহাজন
সে নিভৃতে করে কুটীর স্থাপন ;
সে নিভৃতে ব'সে, মনের হরিষে,
চিন্তে চিতে তাঁরা বিভুর চরণ।

সে নিভৃত কোলে, সদা কুতূহলে
চরে মৃগপাল সুখে করে কেলি ;
সদাই প্রফুল্ল তাদের অন্তর,
আনন্দ উৎসব করে সবে মিলি।

পাখী করে গান সুললিত সুরে,
শ্যামা দেয় শিশ্ শ্রবণ মধুর ;
দোলে শ্যাম লতা মৃদুল হিল্লোলে,
একতানে ঝিল্লি বাজায় নূপুর।

সুখে বনবালা গাঁথে ফুলমালা,
অমৃতের কণা কুসুমের হাসি ;

বহে মন্দ বায়ু সলিল-শীতল,
বৃন্দারক যার চির অভিলাষী।

কুসুম সৌরভে সুবাসিত বন ;
নিষ্কাম প্রকৃতি অমৃত বিলায় ;
লভি সে অমৃত আনন্দ-হৃদয়ে
ভাব-রসে ভেসে ভাবুক বেড়ায়।

বসন্তের শোভা সে অমর পুরে ;
প্রভাত-উৎসব দেখ বুকে তার !
সে আনন্দ ধামে বিটপী নিচয়
নিয়ত নিবসে ;—আনন্দ অপার !

কত সুখে যেন বিরাজে কাননে
গভীর হৃদয়ে, শান্তি সম্মিলনে ;
ধ্যায়ান-মগন যোগীজন যথা,
চিরারাধ্য দেবে চিন্তে মনে মনে।

নশ্বর ঐশ্বর্য্যে গর্ব্বিত হৃদয়
মানুষের ভাগ্যে সেই সুখ কই,
জগতে অতুল তরুর জীবন,
তরু-পদধূলি (ও) আমরা ত নই।

নাহি হিংসা দ্বেষ, পাপ-অভিনয়,
পরনিন্দা মুখে নাহিক কখন ;
বর্দ্ধিত সুখেও নহে অভিভূত,
দুখেও না হয় আকুলিত মন।

মণিমুক্তা হার গাঁথি দাও গলে,
হ'বে না অন্তরে সুখের বিকার ;
কহিবে না কটু সরোষ নয়নে
চারু কলেবরে হানিলে কুঠার !

আতপ-তাপিত পথশ্রান্ত জনে
ছায়াদানে করে কত উপকার ;
আহা ! সমভাবে সকলি সতত
স্নেহ-করুণার অধিকারী তার।

সুফল শোভিত যবে তরুগণ,
অবনত শিরে থাকে অনুক্ষণ ;
মানুষ সধন হয় যদি কভু
তৃণ্য তুল্য গণে বিপুল ভুবন !

কত অহঙ্কার ! কত পাপাচার !
পাদভরে কাঁপে বিশ্ব চরাচর !

কলুষ-গরল দু'হাতে তুলিয়া
ঢালে আপনার মুখের ভিতর !

কে বলে মানুষ সাধু সহৃদয় ?
পরার্থ হরণে সদা আকুলিত !
স্বার্থ সাধনার হ'লে প্রয়োজন,
নররক্তে ধরা করে কলঙ্কিত।

কিন্তু, দেখ এরা নিঃস্বার্থ কেমন,
জগতের তরে প্রসবে সুফল !
নিজে দগ্ধ হ'য়ে খর রবি করে
আশ্রিতেরে করে ছায়ায় শীতল !

ফল ফুল দিয়া করে কত হিত,
প্রতিদানে তার কিছুই না চায় ;
পীড়িত হ'লেও অকুণ্ঠিত দানে ;
নিয়ত নিরত অতিথি সেবায়।

আহা ! কি নিষ্কাম ধর্ম্ম অনুষ্ঠান,
জগতে কি আছে তুলনা ইহার ?
কি মধুর হিয়া—পীযূষ পূরিত,
অবনীতে নাই এমনটি আর।

এই যে শ্যামল বিটপী নিবহ,
মানুষের মত নহে অসরল ;
কাপট্য-বসনে করি কায়াবৃত
পর সুখে কভু ঢালে না গরল।

মানুষের মত নাহি দেয় এরা
আপনার পথে আপনি কণ্টক ;
নাহি চপলতা, নাহি তরলতা,
মানুষের মত নহে প্রবঞ্চক।

নহে মদমত্ত বিষয় সেবায়,
আসক্তির দাস নহে কদাচন,
নাহি সুখ-তৃষা, দুখের বেদনা,
সংসার সন্ন্যাসী যোগীর মতন।

আঁখি যদি থাকে দেখুক যে চাহে,
কিবা শান্তিময় তরুর জীবন !
যদি সুখী থাকে, তবে তরু ভবে,
নর-ভাগ্যে সুখ সুদূরস্বপন !

ধন্য তরু ! ভবে জনম তোমার ;
নিরখিয়া তব পবিত্র জীবন,

আনন্দ আহ্লাদ ধরে না হৃদয়ে,
অশ্রুজলে মম তিতিছে নয়ন।

সকুঠার করে ছিন্ন করে মূল
তবু ঘাতকেরে কর ছায়া দান!
ধন্য ধন্য তব মধুর হৃদয়!
তব সম ভবে কে আছে মহান?

নীতি শিক্ষা দিতে জগতের জনে,
স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্যে গঠিয়া হৃদয়
সৃজিলা কি তোমা জগতের পিতা?-
ধন্য শিক্ষা তব, ওহে দয়াময়!

দেখ এসে, ওহে জগতের জন!
আঁখি যদি থাকে, চরিত্র সুষমা;
জ্ঞান যদি থাকে, লহ উপদেশ
জগতে অতুল চরিত্র মহিমা।

ওহে তরু! আজ তব পদধূলি
দাও হীন জনে, করুণা করিয়া;
জগতে জনম স্বার্থক তোমার,
আমি যেন তরু হই হে মরিয়া।

চকোর ও ঈশ্বর প্রেমিক।

নীরব অবনী, মধুর যামিনী,
নীরব নিশীথ তারা।
নিরমল নভে নীরবে চন্দ্রমা,
ঢালিছে জ্যোছনা ধারা।

কৌমুদীর কোলে ঢেলে তনুখানি,
প্রমোদে চকোর খেলে ;
সুধা করে পান, উছলে পরাণ,
পীযূষে গিয়াছে গ'লে।

জীবজন্তু যত, সংজ্ঞাবিরহিত,—
ঘুম ঘোরে মৃতপ্রায়।
প্রকৃতির মুখে হাসির লহরী,
নীরবে ভাসিয়া যায়।

সকলই মগন সুষুপ্তি আরামে,
যামিনীর মধ্যভাগে ;
সুধার পিয়াসে, সুধা-পিপাসিত,
চকোরই কেবল জাগে।

বিভু-প্রেম-সুধা রস পানে সদা
লোলুপ যাঁ'দের মন ;
মোহ-নিদ্রাবশে, বিষয়ের বিষে,
নহে তারা অচেতন।

প্রিয়-প্রেমালাপে, গভীর নিশীথে,
হ'য়ে সমাহিত চিত,
আকণ্ঠ পূরিয়া করে সুধা পান,
অই চকোরের মত।

জীবন-যুদ্ধ।

ছল ছল আঁখি দু'টি, বদন বিষাদ ভরা,
কে তুমি, জীবন-যুদ্ধে কাঁদিয়া পাগল পারা
উত্তপ্ত নিশ্বাস বায়ু ধীরে ধীরে যায় স'রে,
দু'বিন্দু নয়ন-নীর কপোলে লুটায়ে পড়ে।

আকুল হৃদয়খানি বিষাদে গলিয়া যায়,
মরমের আশা গুলি কাঁদিছে বিষম ঘায়।

থেকে থেকে হায় হায়! শিহরিয়া উঠে বুক;
আঁখির গলিত ধারে ভেসে যায় ম্লান মুখ।

চারিদিকে কোলাহল, হৃদয়েতে কালানল,
হুতাশের হলাহল প্রাণে মাখা অবিরল।
কে তুমি, সংসার-ক্ষেত্রে বাঁধিয়াছ এ সমর?
ক্লান্ত, শ্রান্ত, পথভ্রান্ত, শক্তিহীন কলেবর।

কেন রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে পলাও?
সম্মুখে বিপক্ষ সেনা,
দেখাইছে বীরপনা,
নাহি পরিত্রাণ; তবে কেন হে পলাও?

বাজিছে শত্রুর ভেরী, গর্জ্জিছে কামান;
নাচিছে সৈনিক দল,
ভীম অসি ঝলমল,
দাঁড়াও, পলায়ে ভবে নাহি পরিত্রাণ!

প্রলোভন-সেনাপতি রক্তিম লোচন,
খর অসি করে নিয়ে,
অই যে আসিছে ধেয়ে,
এখনই করিবে তব মস্তক ছেদন।

উপান্তে দাঁড়ায়ে অই শমনের প্রায়
কামরিপু ভীমাকৃতি,
বদনে পাপের জ্যোতি,
ক্রোধ-বিস্ফারিত আঁখি, ফিরি ফিরি চায়।

ক্রোধ রূপ পদাতিক সমরে শমন,
সরোষে বন্দুক ধ'রে,
তুলে নিয়ে অংসোপরে
এখনই ছুড়িবে, তব বধিবে জীবন!

মদ-মোহ সেনা অই মৈনাকের প্রায়,
লোভের সম্মুখে থেকে,
এখনই হানিবে বুকে,
বিষম বিষাক্ত বাণ, মরিবে তাহায়।

প্রবৃত্তি রাক্ষসী অই করালবদনা,
শোণিত পিয়াসে পু'ড়ে,
অই দেখ নৃত্য করে,
সংসার গ্রাসিতে যেন সতত বাসনা।

মৃত্যু যদি এক দিন হইবে নিশ্চয়,
কেন হে পলাও তবে?

অমর কে কোথা ভবে ?
হও অগ্রসর ; জয়, নয় পরাজয়।

কি ভাবিছ মনে মনে স্তম্ভিত হৃদয়ে,
বিস্মিত নয়ন দু'টি,
অবিষাদে আছে ফুটি,
কাষ্ঠের পুতুল প্রায়, কেমনে দাঁড়ায়ে ?

শত্রুর সমর সজ্জা করি বিলোকন,
ধাঁ ধাঁ কি লেগেছে মনে ?
আজি রক্ষা নাহি রণে,
মরিবি ! মরিবি ! ওরে সম্মুখে পতন !

বিষম সঙ্কট স্থলে, দাঁড়ায়ে নীরবে,
কি ভাব উদ্‌ভ্রান্ত মনে ?
অরিকুল আস্ফালনে,
ভীতির কবলে প'ড়ে এখনই মরিবে !

মূর্খ তুমি !—নদীগর্ভে হেরি তুঙ্গ ঢেউ,
আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে,
জীবনে নিরাশ হ'য়ে,
কর্ণ ছাড়ি জলে ঝাঁপ দেয় কি হে কেউ ?

অথবা, কুম্ভীর যদি করে আক্রমণ,
ভয়-ব্যাকুলিত হ'য়ে,
মুদি আঁখি দাঁড়াইয়ে,
কোন্ মূর্খ থাকে ? ভবে আছে কি এমন ?

উঠ ! জাগ ! কর রণ, ধর অসি করে ;
বিষের প্রবাহ দেহে,
বসতি অনল গৃহে,
কেন ভাব নিরাপদ, দুর্ব্বল অন্তরে ?

কেড়ে ল'বে শত্রু তব স্বর্গীয় বৈভব !—
চিত্ত যার পীড়াময়,
কেমনে সে লভে জয় ?
অসম্ভব !—অসম্ভব !—জয় অসম্ভব !

অই শোন, বাজিতেছে সমর বাজনা ;
বিধূনিয়া ধরাতল,
করিতেছে অবিরল,
গর্ব্বে যেন অরী বৃন্দ, বিজয় ঘোষণা।

জলদ-গম্ভীর নাদে বাজিছে বাজনা ;
রণমত্ত অরিগণ,

করিতেছে আস্ফালন,
অলস, অবশ প্রাণে থেকোনা থেকোনা।

চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ সমর-প্রবাহে,
স্বর্গীয় বৈভব রাশি,
চিরতরে যায় ভাসি !
দাঁড়াইয়া তবু আছ, মজি পাপ মোহে !

আপনার সর্ব্বনাশ দেখি'ছ আপনি !
কোন্ প্রাণে রে অবোধ,
সহি'ছ জনম শোধ,
ভয়ে ভয়ে ভয়ঙ্কর শত্রুর অশনি !

ছি ! ছি ! নর, নরকুলে লভিয়া জনম,
একি কাজ, নাহি লাজ !
মাথায় পড়ুক বাজ,
রিপুর সংগ্রামে যদি ঘটিল মরণ।

কেন মূর্খ দাঁড়াইয়া, মৃত্যু সাথে করি ?
নর নাম যদি ধর,
হও রণে অগ্রসর,
অবশ্য লভিবে জয়, দমনিয়া অরি।

যদি কর শত্রু করে আত্ম সমর্পণ,
মরণ ত ভাল কথা,
প্রশমিত হয় ব্যথা,
জ্বলিবে জীবন্ত দেহে পাপ-হুতাশন।

দগ্ধ হবে হৃদি তব; নয়ন আসারে
ভাসিবে সন্তপ্ত বুক,
জীবনে মরণ দুখ,
ঘোর অনুতাপ-জ্বালা হইবে অন্তরে।

তবে কেন পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া হে পলাও?
দুর্জ্জয় বিপক্ষ গণ,
বিষম সম্মুখ রণ,
নাহি অব্যাহতি; সত্যে অটল দাঁড়াও।

হও অগ্রসর, ত্বরা হও অগ্রসর;
করোনা বিলম্ব আর,
অরি পূর্ণ চারিধার,
ধর অস্ত্র, কর রণ, সহায় ঈশ্বর।

গর্জ্জিছে ভীষণ নাদে কালের কামান।
শোক-দুখ-অগ্নি-গোলা,

(মরমের অশ্রু ঢালা,)
উগরিছে মুহুর্মুহু কাঁপিছে পরাণ!

আবার আবার, অই ভীম দরশন
গর্জ্জিছে কামান গুলি,
ছুটিছে দুর্গতি-গুলি,
নিরাশার ধূম রাশি ছাইল গগন।

উধাও সে ধূম পুঞ্জ গর্জ্জিছে আবার!
নয়নে চলে না দৃষ্টি,
সংস্মার হইল সৃষ্টি,
অন্ধকার! হাহাকার! বহে অশ্রুধার!!

বাজিছে পাপের ভেরী রহিয়া রহিয়া।
বিপক্ষের জয়লক্ষ্মী,
মেলি করুণার অক্ষি,
হাসিছে বিকট হাসি থাকিয়া থাকিয়া।

কি করিস্! কি করিস্! ভ্রান্ত অর্ব্বাচীন!
করিস্ নে অরিকরে,
আত্ম সমর্পণ ওরে,
জীবন দুখেরই নয়,—সম্মুখে সুদিন।

কেন মূর্খ ! শত্রু-করে সঁপিতেছে প্রাণ ?
কর যুদ্ধ প্রাণপণে,
অবশ্য জিনিবে রণে,
পিতা তব, বিপন্নের বন্ধু ভগবান।

অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর চরণের ধূলি,
পুত্র তাঁর, নাহি লাজ,
ছি ! ছি ! একি কর কায,
হায় রে ! বিপক্ষ ভয়ে গেলে আত্ম ভুলি ?

কি ভয় ! কি ভয় ! রণে হও অগ্রসর ;
বাঁচিতে বাসনা যদি,
ধৈরযে বাঁধহ হৃদি,
বিভু পদে সঁপে দাও দুর্ব্বল অন্তর।

আত্মরক্ষা-বর্ম্ম দিয়া ঢাক তনুখানি ;
ধর্ম্ম-অসি লও করে,
অটল সাহস ভরে,
আগুলিয়া বেঁধে আন বিপক্ষে এখনি।

কাম, ক্রোধ, লোভ আদি শঠ শত্রুগণ,
নাশিতে তোমায় রণে,

রণক্ষেত্রে ক্রুদ্ধ মনে,
ভ্রমিতেছে ; অই দেখ আরক্ত নয়ন !

থেকোনা থেকোনা আর ভয়ে ভীত হ'য়ে,
কিবা ফল ভয়ে ভাই,
ভয়ে ত নিস্তার নাই ;—
একি পাপ দুর্ব্বলতা মানব-হৃদয়ে !

পরিহর, পরিহর পাপ দুর্ব্বলতা,
নহিলে উপায় নাই,
একি ছেলেখেলা ভাই ?
জীবন মরণ কথা,—স্বর্গীয় বারতা।

পাপ প্রতি ঘৃণা রূপ দুর্নিবার বাণ,
ধনুকে যোজিত করি,
শত্রুগণে লক্ষ্য ধরি,
কর নিক্ষেপণ, রণে বাঁচিবে পরাণ।

আত্ম সংযমন রূপ সুদৃঢ় রজ্জুতে,
বেঁধে আন রিপুগণে,
দেখিও বধোনা প্রাণে,
ক'রে পদানত, রাখ আপন বশেতে।

হৃদয়-সাম্রাজ্যে তব এই অরিগণ,
নাশিয়াছে শান্তি-সুখ,
বিষাদে ফাটিছে বুক,
এখনই ধর্ম্মের দণ্ডে, করহ শাসন।

আপন হৃদয়-রাজ্য, কর অধিকার ;
পদানত শত্রুগণে,
কর এই মহারণে,
জগত্ ঘোষিবে তব জয় জয়কার।

ঈশ্বর-মিলন-আশা।

মিলন আশায়, দিন গেল চ'লে
আসে নিশা তমোময়।
হইবে কি প্রাণে, মিলন তোমার ?
কহ প্রিয় প্রেমময় !
শৈশব যৌবন হইল বিগত
হ'ল না মিলন তব।

আজ কাল ব'লে, করাল কবলে,
গ্রাসিবে হে কালে ভব!
কেন প্রিয়তম! ঘুচে না বিরহ?
আশায় রয়েছি ভুলে;
আগত বিচ্ছেদ, করহ বিচ্ছেদ,
লও স্নেহ-কোলে তুলে।

দিবা অবসানে, সোণালী সন্ধ্যায়
বিহগ ডাকিয়া যায়;
সে মধুর ডাকে, তোমার অভাসে,
উছলে পরাণ হায়!
সান্ধ্য কল্লোলিনী, হিল্লোলে নাচিয়া,
কল্লোলে গাহিয়া ধায়;
তব ভাবে প্রিয়! ভ'রে উঠে বুক,
পরাণ গলিয়া যায়।
নিতি নিতি আসি তটিনীর তটে,
কত যে আনন্দ পাই;
সতরঙ্গ জলে চাহিয়া চাহিয়া
অবাক্ হইয়া চাই!

আবার নিশীথে, চাঁদের আলোকে,
প্রবেশিয়া উপবনে,—
নিশি-সিতিমায়, প্রসন্ন প্রসূন
হাসিছে প্রফুল্ল মনে ;
চেয়ে চেয়ে থাকি, তব স্নেহ দেখি
পাগল হইয়া যাই ;
শত সিন্ধু যেন ছুটে আসে প্রাণে,
কত যে আনন্দ পাই ।
আবার ঊষায়, শ্যামল ধরায়,
লাখে লাখে ডাকে পাখী ;
তব ভাবে গ'লে, নেচে নেচে তোমা
সজল নয়নে ডাকি ।
পূরব গগনে, নব নীলিমায়,
কনক কিরণ শোভা ;
অলক্ত অধরে হাসে চারু ঊষা,
মরি কিবা মনোলোভা !
ফুটে কত ফুল জগতে অতুল,
তোমারই সোহাগ ভরা ;
মৃদুল পবনে হেলিয়া দুলিয়া
নমিছে তোমায় তারা ।

তোমারই সোহাগে হাসিছে কমল,
গাহিছে মধুপ গান।
হিমস্নাত তরু গম্ভীর অন্তরে
করিছে তোমার ধ্যান।
নিরখি এ সব হে নাথ, তোমার
মধুর আভাস পাই ;
পুন এসে গৃহে, হে হৃদিরঞ্জন !
তব স্নেহে গ'লে যাই ;—
স্নেহের জননী, স্নেহের জনক,
স্নেহের অমৃতে গড়া ;
ভালবাসা দিয়া গড়েছ যে নাথ,
সহোদর সহোদরা।
পিতা গো ! যখন ভক্তির নয়নে,
জননীর পানে চাই,
স্নেহ-সুধা ভরা সে মুখমণ্ডলে,
তোমায় দেখিতে পাই।
অবাক্ হইয়া, তাই চেয়ে থাকি,
জননীর মুখপানে ;
আঁখি হ'তে ঝরে প্রেম-অশ্রু ধারা,
কাঁদি গো অবশ প্রাণে।

আবার যখন প্রীতির নয়নে
নিরখি অনুজ জনে ;
তব ভাবে দেব, হই বিমোহিত,
আনন্দ উছলে মনে।
প্রেমময় নাথ ! প্রেমের মিলন,
এই ত সতত পাই ;
বৃথা কেন আর মিলন আশায়,
কেঁদে কেঁদে চলে যাই।
সকাল সন্ধ্যায়, মধুর মিলন
হৃদয়ে তোমার সনে ;
হেসে কেঁদে নাথ, তাই বেঁচে আছি
অমৃত ধরিয়া মনে।

নিদাঘে চাতক।

একদা নিদাঘে, বৈশাখের মাসে
দ্বিতীয় প্রহর বেলা ;
প্রচণ্ড তপন বরিষে কিরণ
অনলে করিয়া খেলা।

শূন্য দূর মাঠ, কিবা ঘাট বাট,
সকলই আগুণময় ;
কোথায় জুড়াই, ভেবে নাহি পাই,
সতত শরীর দয় !
কিবা জল স্থল, মঞ্জুল কানন,
কিবা গৃহ নিকেতন,
যেখানেই যাই, নিদয় নিদাঘ
দহে হায় তনু মন !
অনলের সনে খে'লে সমীরণ
হু হু হু করিয়া বয় ;
একি হ'ল দায় ! নিদাঘ জ্বালায়
বুঝি প্রাণ গত হয়।
স্বেদ-সিন্ধু-নীরে, তনু ভেসে যায়,
শুষ্ক কণ্ঠ মরু প্রায় ;
উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে,
নাহি সুখ কণা হায়।
একি ভয়ঙ্কর অনলের হাসি
ধরায় পড়েছে গ'লে !
প্রাণ ভয়ে যেন চমকিত প্রাণী ;
পাহাড়ের চূড়া টলে।

কুসুম-কাননে, ললিত ঝঙ্কারে
গায় না মধুপ গান ;
দূর বনান্তরে, ক্লান্ত বিহঙ্গম,
নীরব ললিত তান।
মাঝে মাঝে দূরে, কুহরে কোকিল
আকুল নিদাঘ বিষে ;
কাটে না সাঁতার সরসে মরাল
নিস্পৃহ রসাল বিসে।
জলচর যত ব্যাকুল হইয়া
ছায়া আশে তীরে ধায়।
স্তুপীকৃত কত উতপ্ত সিকতা,
আকাশে উড়িয়া যায়।
হরিত্ বরণ চারু তরু রাজি
দগধ ভানুর করে ;
মলিনা ব্রততী কাঁপিছে নিদাঘে,
কে বলে সমীর ভরে ?
এ হেন সময় তৃষিত চাতক
বসি এক তরু ডালে,
"দে জল" "দে জল" নিনাদে কেবল,
(কি দুঃখ হায় রে ভালে !)

পিপাসাকাতর অভাগা চাতক,
ডাকিয়া ডাকিয়া উড়ে;
উড়ে উড়ে বলে "দে জল" "দে জল,"
পুন বসে তরু'পরে।
ফেটে যায় গলা, দারুণ তৃষায়,
নাহি মেঘ নভঃকোলে;
ফেটে যায় ধরা, ফেটে যায় নভঃ
কাতর চাতক-বোলে!
ভানুর কিরণ ঢালিয়া গরল
দহি'ছে চাতক প্রাণ;
নীরস গগনে, নীরস কাননে,
ফুটিছে দুঃখের গান!
ওগো মা প্রকৃতি! একি তব লীলা,
বুঝিতে পারি না হায়!
বারি হীনধরা আগুণেতে পোড়া,
দেখ প্রাণ যায় যায়!
আমরা মানব, তেঁই বেঁচে আছি;
কাননের পাখী গুলি,
নিদাঘ-তৃষায় হ'য়ে মৃতপ্রায়,
দিয়াছে ক্রন্দন তুলি!

বিশেষতঃ অই করেছে চাতক
এমন কি অপরাধ ?
মেঘ-বারি বিনা, অন্য কোন নীরে,
দাও নাই তার সাধ !
বরষে বরষে, নিদাঘের বিষে
জর্জ্জরিত তনু হ'য়ে,
তোমার আদেশ করিছে পালন
অসহ্য পিয়াস স'য়ে।
কত জলাশয়, সরিৎ সরসী,
বারিপূর্ণ বিদ্যমান ;
দারুণ তৃষায় ফেটে যায় বুক,
তবু না করিবে পান !
নীরদের নীর শুধুই সম্বল,
তুচ্ছ ভৃঙ্গারের জল।
কর্ত্তব্য-জ্ঞান ধরায় এমন
ক'জনের আছে বল ?
জননি, তোমার অচিন্ত্য মহিমা
ভাবিয়া না বুঝি হায় ;
অবাক্ হইয়া তাই চেয়ে থাকি,
নমি তব দু'টি পায়।

সামান্য চাতক প্রসাদে তোমার
শিখেছে কর্ত্তব্য জ্ঞান ;
তা'ই কি জগতে শিখাও জননি ?
তাই কি তোমার ধ্যান ?
হে মাতঃ প্রকৃতি ! বুঝেছি এখন
তব শুভ অভিপ্রায় ;
ঘোর দুখার্ণবে, ডুবায়ে ডুবায়ে
দাও শুভ সুখ হায়।
তব স্নেহে মাতঃ, শিখিলাম আজি
কর্ত্তব্য জ্ঞানের নীতি ;
এমন কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে যার,
কিসে ভবে তার ভীতি ?
কর্ত্তব্য-জ্ঞানের বলে, পাহাড়ের চূড়া টলে,
নদী স্রোতঃ উজানেতে বহে !
ভীম চঞ্চল চপলা, সদা বিনয়বিহ্বলা
হ'য়ে পদে অনুগত রহে।
অই চাতকের মত, কর্ত্তব্যেতে অনুরত,
কিসে তার মরণের ভয় ?
স্বার্থক জনম তার, চির কীর্ত্তি পুরস্কার
জীবন-সমরে সদা জয়।

প্রদীপ ও পতঙ্গ।

নিঝুম নিশীথে, দ্বিতল ভবনে,
ব'সে অবহিত মনে ;
কল্পনা-উচ্ছ্বাসে যেতেছি ভাসিয়া
চিন্তা সহচরী সনে।
বাতায়ন পথে বহিছে সমীর,
মধুর পরশ তার ;
ক্লান্ত দেহে মম, স্নেহ-সিক্ত হ'য়ে
ঢালিছে সলিল ধার।
পুরোভাগে মম, একটী প্রদীপ
জ্বলন্ত সলিতা তায় ;
আঁধারের কোলে, ঢালিয়া আলোক,
নীরবে জ্বলিয়া যায়।
এসে তার স্থানে, কি ভেবে কে জানে,
অবোধ শলভ কত ;
ঘুরিয়া ফিরিয়া, আকুল হইয়া,
আপনি হ'তেছে হত !
কি আশ্চর্য্য হায় ! জীবনের স্নেহ
এদের কি কিছুই নাই ?

থাকিলে এমন উন্মত্ত ব্যাপার
জগতে দেখিতে পাই ?
হায় রে ! সংসারে কলুষ-অনল
জ্বলিতেছে অবিরত ;
দুর্ব্বল মানব মরিছে পুড়িয়া
অই শলভের মত।
কেনা জানে অই কলুষ-অনলে,
দুখের মরণ ঘটে ?
নিরখিয়া তার অপরূপ জ্যোতিঃ
মানুষ তবুও ছুটে !
তবু ছুটে হায় ! পাগলের মত,
ক্ষণিক সুখের তরে ;
অনুতাপ-বিষ ধরি হৃদি মাঝে
আপনি পুড়িয়া মরে !

প্রদোষে নদী তটে।

একদা প্রদোষে, প্রমোদ অন্তরে
বসি' কূলবতী কূলে ;

দেখিনু তটিনী তরঙ্গ তুলিয়া
খেলে কিবা দু'লে দু'লে !
কিবা শুভ্র হাসি, অকথিত ভাষা,
তরঙ্গে তরঙ্গে ফুটে।
কিবা চটুলতা ! কিবা মধুরতা !—
ভাব-কূপ কেঁপে উঠে।
পশ্চিম গগনে, কনক কিরণে
বিভূষিত মেঘমালা ;
হেন লয় মনে অনলের শিখা
অযুত তাহাতে ঢালা।
চারি পাশে তার, নভোনীলিমায়
ঈষৎ কনক ভাস ;
যেন নীল জলে, ফুল্ল নীলোৎপলে
শত মণি পরকাশ।
আহা ! মরি মরি কি সুন্দর ছবি :
জীবনে দেখিনি হেন ;
স্বরগ সুষমা মরতের কোলে,
ফুটিয়া পড়েছে যেন।
মধুর প্রদোষে, তরল আঁধারে,
মরি কি মোহন রূপ !

নিসর্গে নিরখি বিভল পরাণ,
উছলে হৃদয়-কূপ।
অন্তরের হাসি অন্তরে ফুটিছে,
অকথিত হৃদিভাষা ;
মরত নিবাসে আহা মরি মরি !
অনন্ত সুখের আশা।
মুহূর্ত্ত সময়ে, হৃদয়-গগনে
ফুটিল শশাঙ্ক কত ;
তটিনী ত্যজিয়া নাচিল লহরী
আমার হৃদয়ে যত।
তর্ তর্ তর্ তটিনীর জল
ঢেউ তুলি চলে যায় ;
প্রদোষের হাসি হাসিয়া তটিনী,
কল্লোলে মধুর গায়।
গোধূলি-গগনে শোভিছে তারকা
আধ আধ হাসি মুখে ;
উদ্যান ছাড়িয়া যেন রে যূথিকা
ফুটেছে গগন বুকে ;
কিম্বা নীল নীরে হীরকের আঁখি,
হাসিয়া ভাসিয়া যায় ;

কিবা মনোহর সৌন্দর্য্য-সাগর
উছলে গগন গায় !
দূর বন হ'তে বিহগ কাকলী,
আসিয়া শ্রবণে পশে ;
নেচে উঠে প্রাণ আনন্দ-হিল্লোলে,
ডুবে যায় সুধারসে।
শোক-দুখ ভরা এ বিশ্বমণ্ডলে
আহা কি অমৃত-নদী !
শান্তি-সুখ রসে কেড়ে লয় প্রাণ,
আনন্দে উথলে হৃদি।
ধন্য, ধন্য দেব ! কি আনন্দ সদা
তোমার জগতে পাই ;
ভাবিতে ভাবিতে, ডুবি আপনাতে,
অবাক্ হইয়া যাই !
মোহের ছলনে বিষয়-বিপিনে
মাকাল আশায় ঘুরি,
প্রকৃতির ধন শান্তি-সুখ-সুধা
কোথা হ'তে পা'ব হরি !
দাও নাথ ! মোরে পাগল করিয়া,
ভ্রমিব তটিনী কূলে ;

দেখিব লহরী, শুভ্র হাসিগুলি,
যাইব সংসার ভু'লে।
ভগ্ন তট হ'তে খসিয়া পড়ি'ছে
ঝুর্ ঝুর্ বালুকণা ;
বসি নদীকূলে, তাই দেখে দেখে,
হইব উদারমনা।
আমি ক্ষুদ্র কীট,— সিকতার রেণু
প'ড়ে কাল-নদী তটে ;
না জানি কখন— কেমনে জানিব ?—
মরণ বিপদ্ ঘটে।
আপনি শিখিব, জগতে শিখা'ব,
ক্ষুদ্র কীটে অহঙ্কার,
পৈশাচিক ভাব, পৈশাচিক লীলা,
সাজে না সাজে না আর।
পশিব কাননে, লভিব মাধুরী
বিকচ নবীন ফুলে ;
আশার তাড়না, বাসনার মোহ,
জীবনে যাইব ভুলে।
নির্ঝরের বারি, পতত্রিশিঞ্জন,
অমৃত করিবে দান ;

শ্যাম তরু পানে থাকিব চাহিয়া,
শীতল হইবে প্রাণ।
বন ফুল তুলি গাঁথিব মালিকা
দোলাব তরুর গ'লে ;
মৃগেরা খেলিবে, আনন্দে হেরিব
বসি শ্যাম-তরুতলে।
গাহিবে বিহগ, সুস্বর-লহরী
ছুটিবে সমীর সনে ;
তুলি দুই হাত, আনন্দে নাচিব,
পীযূষ ছুটিবে মনে।
নাচিতে নাচিতে হ'ব প্রেমাকুল,
বহিবে নয়ন ধারা ;
ধূলায় পড়িয়া দিব গড়াগড়ি,
হইব পাগল পারা।
সিংহ ও শার্দ্দুলে দিব আলিঙ্গন,
কহিব মনের কথা ;
দুই বাহু তুলি, তব প্রেমে গলি,
আনন্দে নাচিব তথা।
গাইব সকলে নাচিয়া নাচিয়া,
করিব আনন্দ ধ্বনি ;

লইব জগতে করি অন্বেষণ
অমর—অমৃত-খনি।
ভিখারী যাহারা, আসিবে তাহারা
করিতে পীযূষ পান,
নাহি চেয়ে দান, হাতে দিব তুলে
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণ।
দাও নাথ! মোরে পাগল করিয়া,
লভি অমৃতের খনি;
আর কিছু মোর নহে কামনার,
সে ধনে করহ ধনী।

কামনা।

ওহে নাথ, ভেঙ্গে দাও মোহের স্বপন ঘোর;
অন্তরের অন্তরালে,
প্রবৃত্তি গরল ঢালে,
বিষম বিপদে নাথ, বাঁচাও জীবন মোর।
ফুরায়ে আসিল বেলা,
ভেঙ্গে দাও পাপ-খেলা,

বিষয়-বিপণি গুলি পদাঘাতে ভেঙ্গে দাও ;
দুর্ব্বলতা-কলুষিত,
অবিদ্যায় অন্ধচিত
ভেঙ্গে দাও—ভেঙ্গে দাও—ভেঙ্গে চূরে গড়ে দাও।
হৃদয়ের তরলতা,
নিবৃত্তির নীরবতা,
আসক্তির শত বাঁধ, ভাল ক'রে ভেঙ্গে দাও।
একে ভ্রান্ত ক্লান্ত মৃত,
তাহে মূর্খ অহঙ্কৃত,
উন্মত্ত প্রলাপ কত, অবিরত মুখে ফোটে।
পারি না সাধিতে কায,
অন্তরায় বিঘ্ন-বাজ,
প্রবৃত্তির তীক্ষ্ণ দন্তে বিবেক বন্ধন টুটে।
সম্মুখেতে প্রলোভন,
তাহে মোহ-ভ্রান্ত মন,
প্রবল সংসার-স্রোতে ভেসে যাই নিরন্তর।
কি হ'বে জীবনে আর,
জন্ম মৃত্যু হ'ল সার !
মরণের ভগ্ন তটে, আমি ত বেঁধেছি ঘর।
দীনবন্ধু, দয়া ক'রে

দাও শান্তি দগ্ধ নরে,
দাও গতি শেষগতি, অগতি, পতিত জনে।
বিবেক-অঙ্কুশ দিয়া,
উদ্বোধিয়া দাও হিয়া,
দাও জ্ঞান পদাঘাতে, ভ্রম-নিদ্রা অচেতনে।
আসক্তি-বন্ধন গুলি,
দয়া-করে দাও খুলি,
পাপ-খেলনক যত, কাঁদাইয়া লও কেড়ে।
দিয়ে শান্তি, দিয়ে বল,
দিয়ে স্নেহ সুশীতল,
সাধিতে তোমার কায, সংসারে দেহ গো ছেড়ে।
পুণ্যব্রত উদ্‌যাপনে,
দেহ শক্তি দীন মনে,
দাও প্রেম-সুধা-সিন্ধু ; প্রাণের প্রহরী হও।
যে কাযে এসেছি ভবে,
কেমনে সাধিতে হ'বে,
সাধনার দিব্য মন্ত্র অজ্ঞানে বুঝায়ে কও।
নতুবা—নতুবা নাথ,
অধোগতি—বজ্রাঘাত
এখনই হইবে শিরে ; ঘটিবে মরণ তায় !

দুঃসাধ্য জীবন-ব্রতে,
কঠিন কর্ত্তব্য-পথে,
আঁধারে হারাব পথ, কণ্টক ফুটিবে পায়।
পিতা গো! দেখ গো এসে,
ভীষণা প্রবৃত্তি পাশে,
চমকে পরাণ মোর, ধমকে উহার হায়!
কেমন নয়ন দু'টি!
রোষ ভরে পড়ে ছুটি,
কাঁপে যেন হিয়া মোর, কালান্ত প্রলয় বায়!
পিতা গো! দুর্গতি ঘোর!
দাও গো অভয় ক্রোড়,
ভীতির কবলে পড়ি, কাঁপিছে মুমূর্ষু প্রাণ!
হৃদয়-কুটীরে এসে,
দয়া ক'রে যুড়ে ব'সে;
দাও সঞ্জীবনী সুধা, অবিশ্রান্ত করি পান,
মুমূর্ষু সন্তান নাথ, লভুক অমর প্রাণ।



চৈতন্যের গৃহত্যাগ।

গভীর রজনী, নীরব অবনী,
নীরবে জাগিলা গোরা গুণমণি ;
নীরবে উঠিলা, নীরবে ভাবিলা,—
"এই ত সময় ;—গভীর রজনী।"

"এই ত সময়—শুভ নিশা হায় ;
ডাকিছে জননী 'আয় আয় আয়' ;—
ডাকেন অভয়া, কর প্রসারিয়া,
'মানবসন্তান, আয় কোলে আয়।'

"অই ডাকে মাতা 'আয় বাছা আয়,
এই ত সময় নিশা চলে যায় ;
কর্ত্তব্যের পথে, জীবনের ব্রতে,
ঢেলে তনু মন, আয় বাছা আয়।'

'কোন্ মোহে ওরে মানবসন্তান,
ঘুমের আবেশে বিভল পরাণ !
সম্মুখে পরীক্ষা !—ভীষণ পরীক্ষা !
কোন্ সুখে ঘুমে, রয়েছ শয়ান !

'আয় কোলে আয় মানবসন্তান!
সুধা-সিন্ধু মাঝে জুড়াতে পরাণ;
রেখেছি তুলিয়া, যতনে অমিয়া,
আয় কোলে আয় মানবসন্তান!'

"কেমনে থাকিব!—কেমনে থাকিব!
মায়ের আদেশ কেমনে লঙ্ঘিব!
বহিতেছে ঝড় প্রাণের ভিতর,
আকুল অন্তর, কেমনে থাকিব!

"কেমনে মজিব বিষয় সেবায়?
ডাকেন জননী, 'আয় কোলে আয়';
একি দুর্ব্বলতা! একি তরলতা!
কেন মোহ মন ত্যজিতে না চায়!

"জাগ! জাগ! জাগ! ও মন আমার!
ত্যজ মোহ ঘুম বাসনা অসার;
দিন বহে যায়, অসার খেলায়,
মহানিদ্রা ঘোর সম্মুখেতে প্রায়!

"যে কাযে এসেছি ভব-কর্ম্মভূমে,
করহ সাধন, কি ভয় মরণে?

উঠ! জাগ মন! কর তবে রণ,
সঁপে দাও প্রাণ, মায়ের চরণে।

"কর্ত্তব্যের গিরি, শিরোপরে যার
আলস্যের ক্রোড়ে ঘুম সাজে তার?
সুধাসিন্ধুবাসী, সুধার প্রয়াসী,
সুধাপানে হয় আলস্য তাহার?

"এই ত জননী স্নেহ-করে হায়,
সুধা লয়ে ডাকে 'আয় বাছা আয়';-
মানবের তরে, সুধা হাতে ক'রে,
ডাকিছেন মাতা সকাল সন্ধ্যায়।

"আঁধার প্লাবনে অন্ধ চিরকাল!
ঘেরিয়াছে ঘোর মায়া-মোহ-জাল!
কেমনে বুঝিব? কেমনে শুনিব?
জননীর বাণী অমৃত-রসাল।

"এই ত সময়, মায়ার বন্ধন
অবিষাদে মন, করহ ছেদন;
ঘুমায়েছে মাতা স্নেহের দেবতা,
এই ত সময়, উঠ, উঠ মন!

"এই ত সময়, গভীর রজনী ;
শুয়ে শয্যাতলে সরলা রমণী,-
ঘুমে অচেতন ; সংসার বন্ধন,
অবিষাদে কর বিচ্ছিন্ন এখনি।

"নদেপুরে যত ঘুমে অচেতন,
পরিজন নাহি জাগে এক জন ;
এই ত সময়, জাগরে হৃদয় !
জীবনের ব্রত কর উদ্‌যাপন।

"আর ঘুমাওনা ও মন আমার,
জগতের পাপী করে হাহাকার !
দগধ পরাণে, বিষণ্ণ বদনে,
অই শোন পাপী কাঁদে অনিবার !

"পাপী জগতের হ'ল সর্ব্বনাশ !
কেমনে ঘুমা'বে সুখে রাখি আশ ?
সহে না সহে না, পাপীর বেদনা,
উগারে গরল পাপীর নিশ্বাস।

"হরি নাম সুধা ঢালিব জগতে,
যায় যা'ক্ প্রাণ, কি ভয় তাহাতে ?

ভাসি প্রেম জলে, ভবে যাব চ'লে,
খেলিবে আনন্দ পাপি-হৃদয়েতে।

"পাপীদের সনে প্রেমানন্দ মনে,
গা'ব হরি নাম প্রেম আলিঙ্গনে ;—
জগত্ ভরিয়ে হরি নাম দিয়ে,
গা'ব হরি নাম জীবনে মরণে।

"হরি নাম সুধা পাপী করি পান,
ঘুচাবে ত্রিতাপ, জুড়াইবে প্রাণ ;
হাসিবে কাঁদিবে, নাচিবে গাইবে,
হইবে জগত্ সদানন্দ ধাম।

"যেয়ে ঘরে ঘরে, ধরি সবে পায়
ভজাইব হরি প্রেমের হিয়ায় ;
হরি দয়াময়, পাপীর হৃদয়,
গাইবে সতত আনন্দ সুধায়।

"এই ত সময় ;—শুভ নিশা যায় ;
ডাকিছে জননী 'আয় বাছা আয়' ;—
ডাকেন অভয়া বাহু প্রসারিয়া,
'মানবসন্তান, আয় কোলে আয়।

"অই ডাকে মাতা, 'আয় আয় আয়
এই ত সময় নিশা চলে যায়;
কর্ত্তব্যের পথে, জীবনের ব্রতে,
ঢেলে তনু মন আয় বাছা আয়।'

"এসেছি যে কাযে ভব-কর্ম্মভূমে,
করহ সাধন, কি ভয় মরণে?
উঠ! জাগ মন! কর তবে রণ,
সঁপে দাও প্রাণ মায়ের চরণে।"

এত বলি গোরা ধীরে দাঁড়াইলা,
ধীরে—অতি ধীরে দুয়ার খুলিলা;
হরি বোল ব'লে, ভাসি নেত্রজলে,
অম্লান হৃদয়ে ধীরে বাহিরিলা।

ডাকিলে জননী আপন সন্তানে,
হেন সাধ্য কার বাঁধে তার প্রাণে?
মায়ের উদ্দেশে, ভাব রসে ভেসে,
চলেছেন গোরা প্রফুল্ল পরাণে।

সাগরে ছুটিলে নদী বেগবতী,
হেন সাধ্য কার রোধে তার গতি?

ছুটেছেন গোরা, ভাবে আত্মহারা,
যথা গুরুদেব কেশবভারতি।

চলেছেন গোরা, ফিরে নাহি চায়;
নৈশ নীলাকাশ করে হায় হায়!
বায়ু হু হু বহি, কাঁদিতেছে কহি,
"নদেপুরে চাঁদ দেখ চলি যায়।

"নীরব নিশীথে, নীরব চরণে,
দেখ চলি যায় নদিয়ার ধনে!
জাগ নদেবাসি, দেখ দেখ আসি,
নদেপুরে চাঁদ পলায় কেমনে।

"না জাগিলে তোরা নদেবাসিগণ!
হারাবে জননী একটী রতন;
জাগ নদেবাসি, দেখ দেখ আসি,
উঠেছে জ্বলিয়া শোক-হুতাশন!'

লাখে লাখে পাখী 'নিমু' 'নিমু' ব'লে,
উঠিল কাঁদিয়া ঘোর কোলাহলে!
কাঁদিল রজনী হায় অভাগিনী,
ভাসিল কপোল হিম-অশ্রুজলে!

চণ্ডাল বেশে রাজা হরিশ্চন্দ্র।

দুর্ব্বলতা!—মহাপাপ!—ছি ছি অতি হেয়!
গেছে রাজ্য গেছে ধন মান,
যায় যাক্ তৃণ্যতুল্য প্রাণ,
তথাপি—তথাপি ধর্ম্ম, প্রিয়, পালনীয়।

ক্ষুদ্র দেহে ক্ষুদ্র প্রাণ স্বপনের হাসি;
বৈভব সম্পদ্ যত হায়,
তরঙ্গের জলবিম্ব প্রায়,
অমৃত সুকৃতি-শান্তি-সুখ অবিনাশী।

মানব-জীবন রাজ্যে অমৃতের খনি
সত্যধর্ম্ম; প্রাণ বিনিময়ে,
সে দুর্ল্লভ অমৃত লভিয়ে
কি দুখ মরণে বল?—মৃত্যু ধন্য মানি।

কিসে সুখ? কিসে দুখ? আছে কি জগতে,
দু'য়ের অস্তিত্ব কোন হায়?
চেয়ে দেখ মানব-ধরায়
সুখ দুখ অনুভূত শুধুই মনেতে।

অই দেখ সম্পদের মধুর ছায়ায়,
অশ্রুজলে ভাসে নরবুক,
দুখ-রবি-করে ম্লান মুখ;
কিন্তু তরুতলবাসী আনন্দে বেড়ায়।

তবে কেন ভ্রান্ত মন, তবে কেন আর
ফুকুরিয়া কর হাহাকার,
অবিরল ঢাল অশ্রুধার?
দাঁড়াও আপন পদে; কি ভয় তোমার।

ধর্ম্ম-পথ-পরিপন্থী পাপ দুর্ব্বলতা,
আসে যদি পাশে পুনরায়
পদাঘাতে ঠেলিও উহায়;
পরিহর ঘৃণনীয় হৃদি তরলতা।

দেবতার প্রাণপ্রিয় সাধুতা-ভূষণ,
তুলনা কি ভবে আছে তার?
রক্ষিতে সে দেব অলঙ্কার,
যায় যদি যা'ক্, ক্ষুদ্র ক্ষণিক জীবন।

যায় যদি যা'ক্, নহি কাতর তাহায়;
ক্ষণেক অভাবে ভবে যার,

মানবে পশুতে কিছু আর
না থাকে বৈষম্য, হায়! সেই যদি যায়,

যা'ক্ তবে ক্ষুদ্র প্রাণ স্বপনের হাসি;
গেছে যা'ক্ রাজসিংহাসন,
ভোগ-সুখ-মাকাল-কানন,
করুক না বজ্রধ্বনি বিপদের রাশি;

কি ভয়! যে জন সত্য-সুধা অভিলাষী।
সে অমূল্য অতুল ভূষণে,
চলে যা'ব নিজ নিকেতনে,
লভিব আলোক চির, অমৃতের রাশি।

সত্য ধর্ম্ম;—ধর্ম্ম রক্ষা জীবনের ব্রত;
মানুষের রক্ত-মাংসে যার
দেহ, অবশ্য কর্ত্তব্য তার;
তবে কেন ভ্রান্ত মন, চিন্তায় বিব্রত!

যদ্যপি রক্ষিতে ধর্ম্ম যায় ক্ষুদ্র প্রাণ,
ভাল কথা, শুভ আশীর্ব্বাদ;
পরিহর গভীর বিষাদ,
উড়িবে জগতে তব বিজয় নিশান।

আমি ক্ষুদ্র কীট, কোথা পাব পুণ্যফল ?
ভয়ঙ্কর জীবন-সংগ্রাম,
তাহে অবাধ্য ইন্দ্রিয় দাম,
কেমনে লভিব হায়! বিজয়ের ফল।

আমি ক্ষুদ্র কীট, কোথা পাব পুণ্যফল ?
সে কেমনে ব্রত সম্পাদন
করিবে দুর্ব্বল যার মন,
দুখের প্রহারে ঝরে নয়নের জল ?

ভোগ-সুখে রত ছিনু, বুঝি নাই দুখ ;
বুঝি নাই দারিদ্র্য যাতনা,
ভাবি নাই ভাগ্য বিড়ম্বনা,
হয়নি অভাবে কভু আধফাটা বুক !

শিরীষ কুসুম সম সুখদ শয়ন,
পারেনি সুষুপ্তি আকর্ষিতে,
স্বপনের পীযূষ ঢালিতে,
এবে তরুতল হায়! ভুলাইছে মন।

ভোগ বাসনার সেই অতৃপ্ত পিয়াস
আকাশ-কুসুমে পরিণত ;

দুঃখদগ্ধ চিত অবিরত!
কোথা রাজ্য, কোথা ধন, একি সর্ব্বনাশ!

সর্ব্বনাশ!—মিছা কথা; কিসে সর্ব্বনাশ?
ধনে জনে কে সুখী সংসারে?
সাম্রাজ্যেতে কি দুখ নিবারে?
বিষয়ে মিটেছে কার বিষয়-পিয়াস?

ক্ষণস্থায়ী জলবিম্ব মিশিয়াছে জলে,
রক্ষিবারে স্বর্গীয় সম্পদ,
মানুষের অতুল সুপদ,
কিসে তবে সর্ব্বনাশ, এ মহীমণ্ডলে?

গেছে ধন, আছে ধর্ম্ম অতুল ভুবনে,
শাশ্বত সুখের সুধা যাহে,
খেদান্বিত কেন তবে তাহে?
কেন ভাবি? কেন ভাসি নয়ন-জীবনে?

ক্লান্ত দেহ ভয়ঙ্কর জীবন সংগ্রামে!
ভাবিতে না পারি কিছু আর,
শক্তিহীন দুর্ব্বল অসার
মন; ঘোর কালানল জ্বলিছে মরমে।

কিন্তু হায়! আমা হ'তে মম প্রিয়জন
কষ্টের বজর ধরি বুকে,
বিষাদ কালিমা লয়ে মুখে,
দুঃসহ দীনতা-বিষে মুমূর্ষু জীবন!

এ দুঃখেই আজি মম আকুল পরাণ;
নহে হেন দীনতা-অনলে,
ঝরে অশ্রু নয়ন-কমলে;
এক দুঃখে হইয়াছি মৃতের সমান!

প্রাণাধিক রোহিতাস্য! হৃদয়-নন্দন,
কোথা তুমি আজি হায় হায়!
অভাগা জনক তব পায়,
সুতীক্ষ্ণ কুঠার আহা! করেছে হনন।

বাছা মোর অপোগণ্ড অবোধ বালক,
রাজসুখে লালিত পালিত,
রাজ-ভোগে হয়েছে বৰ্দ্ধিত,
কেমনে সহিছে বাছা, দুঃখ ভয়ানক!

জীবনে যে দেখে নাই বাটীর অঙ্গন,
হা অদৃষ্ট! সেই শিশু আজ,

কণ্টক-সঙ্কুল বনমাঝ,
ঘুরিয়াছে কত! প্রাণে সহে কি এমন?

শত দাস ছিল যার সেবায় নিরত,
হায় আজি সে কেমন প্রাণে,
চেয়ে আছে পর-মুখ পানে?—
কেমনে সহিছে দুঃখ আগুনের মত।

বিস্তৃত বিপিন যবে দহে দাবানলে,
প্রফুল্ল প্রসূন যথা হায়,
মুহূর্ত্তে দগধ হ'য়ে যায়,
তেমতি পুড়িছে বাছা ঘোর দুখানলে!

পতিপ্রাণা, পুণ্যময়ী শৈব্যা রাজরাণী,
দাসীত্ব দুঃখের বেড়ী প'রে,
নেত্রাসারে ভাসে পর ঘরে,
রাজরাণী হয়ে হায় পথের দুঃখিনী!

ঋণমুক্ত—পাপমুক্ত করিতে আমায়,
পতিপ্রাণা পরের কিঙ্করী,
সু গতি করিও তাঁর হরি!
আমা হ'তে নাহি তার, হইবে উপায়।

আর আমি হীনজাতি শ্মশান চণ্ডালে,
করিয়াছি আত্ম-সমর্পণ,
শ্মশানেই করিছি ভ্রমণ,
হা ঈশ্বর! এত দুঃখ লিখেছিলে ভালে!

জগদীশ! ধন্য তুমি! তবু যে আমার
ঋণের পাহাড় অপনীত,
ধর্ম্মপথে রহিয়াছে চিত,
দুখ দগ্ধ জীবনেতে এ সুখ কাহার?

কেন কাঁদি অতীতের বিষাদ ডাকিয়া?
অকারণে কেন আর মনে,
গত শত দুখ আবাহনে,
ঘূর্ণিত দুশ্চিন্তা-স্রোতে যেতেছি ভাসিয়া।

অবশ্যই একদিন, জন্ম জন্মান্তরে,
যদি রহে ধর্ম্ম পথে মন,
কর্ত্তব্যেতে অটল চরণ,
ভুঞ্জিব অমর শান্তি, পবিত্র অন্তরে।

"সম্মুখে—সম্মুখে, ওই সম্মুখে সে দিন;"
বিজয় দুন্দুভি ল'য়ে করে,

মহাকাল ঘোর ঘন স্বরে,
ওই শোন বিজ্ঞাপিছে, "সম্মুখে সে দিন।"

মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে।

গভীর নিশীথ; নৈশ নিবিড় আঁধারে,
নক্ষত্র-খচিত নভঃ ঘন আবরিয়া,
জীবন্ত জীমূত বৃন্দ খেলিছে কৌতুকে।
ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি! বিদারি গগন
সহস্র কামান যেন গর্জ্জিছে গম্ভীর
যুগপত্; স্তব্ধ ধরা। গর্ব্ব-বিস্ফারিত,
অভ্যুত্থিত মেঘমালা চপলার হাসি
হাসিতেছে মুহুর্মুহুঃ ধাঁধিয়া নয়ন;
হায় রে যেমন ভীমা করালবদনা
মুক্তকেশা মুক্তকেশী অসুর সমরে,
ভীষণ খর্পর করে, উন্মাদিনী বেশে,
নাচিছে ভীষণতর; হাসিতেছে তার
বিঘূর্ণিত-অসিপ্রভা।—বিশ্ব চমকিত!
আঁধারে প্লাবিত বিশ্ব অতি ভয়ঙ্কর;

বহে কি না বহে বায়ু, জড়ায় জড়িত।
বিস্ময়-স্তিমিত নেত্রে, স্তম্ভিত হৃদয়ে,
তীক্ষ্ণ ক্ষণপ্রভালোকে দেখিনু সভয়ে,
ছুটিয়াছে চতুর্দ্দিকে অনন্ত বিমানে,
আঁধার তরঙ্গ ভেদি, নীরদের মালা
দ্রুতগতি ; মদমত্ত করি-যূথ যথা।
গভীর আঁধারে মুখ ঢাকিয়া নীরবে,
শঙ্কিত ব্রততী যেন কাঁপে তরু কোলে।
সভয়ে ভল্লূক ব্যাঘ্র শ্বাপদ নিচয়
গভীর নিশীথে এবে রয়েছে নিদ্রিত।
নীরব বিহঙ্গ কণ্ঠ ; নিস্তব্ধ কানন ;
ঘোর নিদ্রা অভিভূত, স্তব্ধ লোকালয় ;
একটি প্রাণীর কোথা সাড়া নাহি পাই।
শান্তিপ্রদায়িনী নিদ্রা, দুয়ারে দুয়ারে,
ফিরিছেন হৃষ্টচিত্তে, উৎসবকৌতুকে ;
কিন্তু দেবী, দরিদ্রের আঁধার কুটীরে
মলিনা ; শায়িত হায় ! ছিন্ন শয্যাতলে
কাঙ্গাল ; হৃদয়ে জ্বলে চিন্তা-চিতানল !
আসে কি না আসে ঘুম, আকুল পরাণ
সকাতর ; মন যেন ছুটিয়া বেড়ায়

চৈত্র-বায়ু-বিতাড়িত শক্তুর মতন।
ব্যাধ-বাণে জর্জ্জরিত কোমলপরাণ
অথবা কুরঙ্গ যথা, ছটফটি হায়,
প্রাণ ভয়ে ছুটে দ্রুত, তড়িতের গতি,
গহন কাননে দূরে, নিবিড় আঁধারে।
ভয়ঙ্কর মরুভূমি দুঃখীর হৃদয়!
মার্ত্তণ্ড-ময়ূখমালা অর্থ-চিন্তা তার;
নিশ্বাস উত্তপ্ত বায়ু বহে ঘন ঘন;
আশা মরীচিকা, ঘোর প্রহেলিকাময়ী;
পরের আশ্বাস বাক্য দূর জলাশয়;
ঘৃণা, লজ্জা, ভয় উত্তপ্ত বালুকা রাশি,
ধগ্ ধগ্ জ্বলিতেছে কৃশাণু সমান!
কাঁদে দুঃখী, অদৃষ্টের ঘোর বিড়ম্বনে,
আঁধারে, ঢালিয়া অশ্রু ছিন্ন উপাধানে।
কি সাধ্য কাঙ্গালে হেন করিবে সান্ত্বনা,
করুণারূপিণী নিদ্রা, প্রসূতির মত!
হা বিধাতঃ! কোন্ পাপে অপরাধী পদে
দীন দুঃখী? কেন তার জীবন-কাননে,
জ্বালিয়া দিয়াছ হায় ঘোর দাবানল!
এ বিচার আমি, দেব, বুঝিতে না পারি।

কি ঘোর আঁধার নিশি ! স্তব্ধ বিশ্বপুর।
আকাশে মন্দ্রিছে ঘন, ঘন ঘোর রোলে ;
মুহুর্মুহুঃ চমকিছে বিদ্যুত্ বল্লরী।
তরঙ্গ বিভঙ্গে নাচে নিবিড় আঁধার।
নিনাদিছে কালপেচা,—ভয়ঙ্কর স্বর।
একাকী জাগ্রত আমি, হেন নিশাকালে ;
প্রতিবেশী, পরিজন সকলই নিদ্রিত।
ভাবনা, বিস্ময়, ভয় আসি যুগপৎ
আক্রমিছে চিত্ত মোর, বিপুল বিক্রমে
বারম্বার ;—হায় যথা অহিতুণ্ডিকেরা
প্রদানিলে ফণিনীর বিবর নিবাসে
কর, ফোঁস্ ফোঁস্ করি করে আক্রমণ।
মানুষের ছায়া যেন (নহে পরিচিত)
নেচে এসে দৃষ্টিতলে, আঁখি পলকিতে
আঁধারে মিশিয়া যায় ; খদ্যোতিকা যথা
শ্যামাঙ্গী যামিনী কোলে খেলিয়া বেড়ায়।
একি ঘোর বিভীষিকা ?—কেন ভীত আমি ?
মৃত্যু ভয়ে ? মৃত্যু কিসে ? মৃত্যু অভিধান
দেহনাশ ? ভ্রান্ত !—ভ্রান্ত !—আশ্চর্য্য প্রলাপ।
আমরা যেমতি, অতি জীর্ণ পরিধেয়

পরিহরি, পরিধান করি অভিনব
বাস ; আত্মা, জীর্ণ, বার্দ্ধক্য-গলিত
দেহ, করি পরিহার, প্রবেশে নূতন
দেহে; এই ত মরণ ?—ভবে, এই ত মরণ ?
তবে কেন ভয় ? না—না মরেছি যে আমি
আমিত্ব-মৃত্যু-কবলে ;—দশাবিপর্য্যয় !
আমিত্ব ! আমিত্ব মিথ্যা ?—আমি কিছু নই ?
কে আমি প্রকৃতি, তবে, ডুবে আছি ঘোর
আঁধার-সাগরে ক্ষুদ্র উপলের মত ?
কে আমি অনন্ত বিশ্বে ?—কে আমি জননি
কোটি জীব জন্তু মাঝে ? কে আমি প্রকৃতি
কোটি চন্দ্র, কোটি সূর্য্য, কোটি কোটি তারা,
কোটি দেশ, মহাদেশ, পল্লী, জনপদে ?
সীমাশূন্য বায়ুরাশি, কোটি তরুলতা,
কোটি ধরা, ধরাধর অভ্রভেদীচূড়া,
কোটি নদ, কোটি নদী, অম্বুরাশি মাঝে
কে আমি জননি ?—ক্ষুদ্র সিকতার রেণু,
ডুবে আছি কাল রূপ জলধির জলে ?
এই দিবা, এই নিশা,—এই রবি শশী,
এই হাসি, এই কান্না, এই সুখ দুঃখ,

কি বিচিত্র মাখামাখি গরলে পীযূষে!
মগ্ন ধরা, জন্ম মৃত্যু আলো অন্ধকারে।
কে আমি প্রকৃতি, হেন বিচিত্র জগতে?
পড়ে আছে পদতলে বিপুলা ধরিত্রী,
অনন্ত আকাশ ঘুরে মস্তক উপরে—
কোটি গ্রহ সমন্বিত;—অচিন্ত্য অদ্ভুত!
এ অনন্ত বিশ্বে মাতঃ, কত ক্ষুদ্র আমি
নাহি অনুভূত হয়! কেমনে বর্ণিব?—
ক্ষুদ্র মানুষের ভাষা অসার-দুর্ব্বল,
কেমনে প্রাণের কথা বর্ণিব জগতে?
বনে ফোটে ফুলদল, ডাকে পাখী কত
শ্রবণ কুহরে ঢালি পীযূষের ধারা,
নিশি দিশি বনে বনে; জনমে সুফল
রসনার তৃপ্তিকর অমৃত সুস্বাদু;
বহে বায়ু নেচে নেচে সলিলশীতল
মৃদুমন্দ গতি; ঢালে শশী জ্যোছনার
ধারা; হাসে কাদম্বিনী চপলার হাসি।
কহ মাতঃ ব্রহ্মময়ি, কহ দয়া ক'রে
কে আমি?—কে আমি, হেন মধুর জগতে?
বুঝি না কে আমি; কেমনে বুঝিব?—

অর্ব্বাচীন, অহঙ্কত, মায়ামোহ-জালে
চিরবদ্ধ ; বদ্ধ যথা দৃঢ় বাগুড়ায়
অবোধ বিহঙ্গ। দাও বুঝাইয়া তবে
অজ্ঞান সন্তানে মাতঃ, কে আমি জগতে।
আসিয়াছি কোথা হ'তে ? কোথা ভেসে যাই ?
কোথা গিয়া পরিণামে হ'ব আবির্ভূত ?—
অন্ধকারে কি আলোকে ! আঁধার আলোক
চিরসঙ্গী ;—ভাবিয়া না পাই তত্ত্ব তার !
চিন্তি যদি স্থির চিত্তে নিভৃতে বসিয়া,
ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্র বিবেক-শকতি
ফিরে আসে অবোধের মত ; কেমনে গো
বুঝিব জননি ! দেবি, না শিখালে তুমি
কোথা শিক্ষা পাব ? না শিখালে মাতা
কোলের শিশুরে, বল, কেমনে শিখিবে
সু নীতি ? হে মাতঃ, আমি ক্ষুদ্র জীব, তেঁই
বুঝিতে তোমার লীলা, অবোধ—অক্ষম।
সাগরে জনমি, পুনঃ মিশায় সাগরে
সাগর-হিল্লোল যথা, জন্মেছি তোমাতে,
তোমাতে মিশাব দেহ ;—এই মাত্র জ্ঞান।
আসিয়াছি কেন ভবে ? নাই কি নিগূঢ়

তার ? অবশ্যই আছে। কেমনে বুঝিব
সে নিগূঢ় তত্ত্ব ? কে দিবে বুঝায়ে মোরে ?
মাতঃ, আমি নর ক্ষুদ্র পতঙ্গ সমান,—
ক্ষুদ্র বালুকার রেণু—নরকের কীট—
জগতের পদধূলি—ঘোর অর্ব্বাচীন ;
কেমনে বুঝিব আমি সে নিগূঢ় ভাব ?
অক্ষম বুঝিতে যাহা, মুনি মহাজন।
শোক, দুঃখ, জরা, ব্যাধি চির সঙ্গী মোর;
কেন সহি জন্মে জন্মে, জন্ম মৃত্যু ঘোর
বিড়ম্বনা ! ক্ষুদ্র দেহে কি হ'বে জগতে ?
অবিদ্যা-অবশ হিয়া, অত্যন্ত দুর্ব্বল,
কি হ'বে সে হৃদয়েতে ? কেন ভবে আসি ?
মা, তোমার এ মহিমা বুঝিতে না পারি।
তবে দেবি, দয়া ক'রে দাও বুঝাইয়া
(মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি স্নেহস্বরূপিণী)
কি কাযে এসেছি ভবে, দীন, ক্ষীণ প্রাণ
লয়ে আমি ?—পালিতে কি তোমার আদেশ ?
কি আদেশ তবে, কহ তা জননি !
তোমারি কোলের শিশু, প্রাণের কুমার
আমরা এ ক্ষুদ্র কীট, ক্ষীণবুদ্ধি জীব।

কহ তবে বিশ্বরমে, আশীষি সন্তানে ;
বিলম্ব না সহে আর। আজ্ঞা তব মাতঃ,
জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য মম ; কি আদেশ
কহ তবে, চির দাসে, চির আজ্ঞাধীনে।
সাধিতে তোমার কায, অটল অচল
অভ্রভেদী চূড়া ; কিম্বা বজ্র ভয়ঙ্কর,
বাধে যদি বৈরীরূপে, অবাধে জননি,
উড়াইব পদাঘাতে ; পদাঘাতে যথা
উড়ায় সিকতা পুঞ্জ, সৈকত পুলিনে,
ক্রীড়াচ্ছলে ক্রীড়াসক্ত রাখাল বালক।
জননী যাহার তুমি, কর্ত্তব্য-বিবেক
যাহার জীবনীশক্তি, সে কেন ডরাবে
তুচ্ছ জগতের বাধা ?—বজ্রের প্রহার ?
সাধিতে তোমার কায,—আমি পুত্র তব–
খসে যদি জীবফুল, কালের প্রহারে
এ দেহ-ব্রততী হতে ; খসুক জননি !
কি ভয় ? কি দুঃখ তায় ? বাসনা যাহার
তুলিতে কমল ফুল, সে কি কভু গণে
কণ্টকের ভয় ? মাতঃ, মধুপ কি কভু
মধুর আধারে মধু করি বিলোকন,

জগতের দুঃখে কিম্বা, তুচ্ছ মৃত্যু ভয়ে
সম্বরিতে পারে তার লোলুপ রসনা ?
ডরি না শমনে,—মৃত্যু চিরসখা মোর।
প্রসীদ, প্রসীদ মাতঃ, বিশ্বের ঈশ্বরি !
দাও দেখাইয়া মোরে ভবের সুপথ ;
যে পথে প্রবেশি, দেবি, লভিব আনন্দে
পদ যুগ তব, চির দুর্ল্লভ জগতে ;
স্তন্য পানে জুড়াইব সন্তপ্ত হৃদয়।
প্রসীদ, প্রসীদ মাতঃ বিশ্বের ঈশ্বরি !



দুঃখাকুল যুবক।

বিশ্রাম লভিতে অস্ত গেলা দিনমণি ;
অবনী আবৃত করি ঈষৎ আঁধারে,
আসিল রজনীসহ সন্ধ্যা বিনোদিনী।
সুশীতল সমীরণ বহিল সংসারে ;
বিকশিল কত ফুল,—মুখে মৃদু হাস,
মিটিল সুরভিপ্রিয় পবন পিয়াস।

ক্রীড়া-কৌতূহলচ্ছলে, সুদূর গগনে,
সন্তরে তারকা নীল অম্বুরাশি জলে ;
সায়াহ্নের কাল রূপ যেন দরশনে,
হাসিছে নক্ষত্র প্রীতি-উপহাস-চ্ছলে।
প্রতিবিম্ব ধরি তার স্থির জলাশয়,
পরেছে তারার হার, হেন মনে লয়।

একটি সুখের ঢেউ হৃদয়ে যাহার,
কালের প্রবল বাতে উঠেনি কখন ;
প্রীতির পবন যার হিয়ার মাঝার,
বহে নাই মৃদু, করি সুধা বরিষণ ;
আশার কোমল-কর-মার্জ্জিত পরাণে
দহিতেছে নিরাশার দাব-হুতাশনে ;

জননীর অযাচিত স্নেহের ছায়ায়
শীতলিতে প্রাণ যার পারেনি কখন ;
মাতার কারুণ্যদৃষ্টি পূর্ণ অমিয়ায়,
যাহার আননে কভু হয়নি পতন ;
দক্ষিণ বাহুর মত প্রিয় সহোদর,
যাহার জীবন-পথে হয়েছে অন্তর ;

জীবনের প্রিয় যার হৃদয়ের ধন,
হইয়াছে শ্মশানের ভস্মে পরিণত ;
নিদারুণ-শোকাঞ্জন-লাঞ্ছিত নয়ন
সজনে, নির্জ্জনে হায় ঝরে অবিরত ;
শোকে দুখে প্রাণ যার করে টল মল
অশ্রুজল জীবনের কেবলি সম্বল ;

তাহারও পরাণে ফোটে আনন্দের ফুল ;
তাহারও দগধ হিয়া হতেছে শীতল ;
তাহারও দুঃখের স্মৃতি হইয়াছে ভুল,
প্রদোষ-সৌন্দর্য্য-দীপ্ত নয়ন-কমল।
ভাবিছে প্রমোদ চিত্তে কষ্টের পরাণ
এ নহে কেবলই মরু, দগধ শ্মশান।

কিন্তু হায় ! কেন মম প্রাণের মাঝার,
জ্বলিতেছে হুহুঙ্কারে বহ্নি-পারাবার !
সান্ধ্য শীতলতা কেন বিদ্যুৎ আকার
পরাণে—মরমে মম পশে বার বার !
হেসে উঠে সুদুখের জাগ্রত স্বপন;
বিষাদ-লহরী প্রাণে ছুটে বিভীষণ !

শোক-অশ্রু বিদলিত কমল নয়ন,
মরমের কোলে হায় ঘোর কোলাহল,
হইয়াছে সম দুঃখ জীবন মরণ!
বিহগ নিস্বনে বিষ উগারে কেবল;
মনের সুস্থতা মোর নাহি এক ক্ষণ;
হায় রে! অদৃষ্ট কেন এত নিরমম!

নাহি সুখ, নাহি শান্তি; মরুর মতন
হৃদয়-কানন, তীব্র দীনতার বিষে!
ফাটে কণ্ঠ, ফাটে বুক! হায় রে যেমন
পিপাসিত চাতকের দারুণ পিয়াসে।
অবস্থার অনিবার্য্য কঠিন পেষণে
সজীব কুসুম যেন পুড়িছে আগুনে।

আশার মোহন ফুল কত না ফুটিল,
এ হৃদয়-তরু-শাখে; হায় ভাগ্য দোষে
না ফলিতে সুধা ফল অমনি ঝরিল!
অমনি শুকা'ল!—যথা শুকায় সরসে
মরালের নখছিন্ন কমলের দল!
নয়নে শুকা'ল কত দুখ অশ্রুজল।

জীবনে সুখের মুখ দেখিনি কখন,
একটী মনের সাধ পূরিল না হায় !
তপনে তুষার বিন্দু শুকায় যেমন,
মনের বাসনা যত মনেই শুকায়।
নিরাশার অগ্নিময়ী ভয়াল মূরতি
নিরখিয়া অবিশ্রান্ত অবসন্ন মতি।

অদৃষ্ট-সিন্ধুর জলে দুখের লহরী
মুহুর্ম্মুহুঃ গর্জ্জিতেছে, হতেছে বিলয় ;
গভীর কল্লোল তার, গগন বিদারি
ছুটিতেছে চতুর্দ্দিকে ;—বিভীষিকাময় !
না পারি বুঝিতে কিছু, না পারি ভাবিতে,
আশঙ্কার শত বজ্র পড়িতেছে চিতে।

দরিদ্রতা-কালানল ভীষণ কবলে,
করিয়াছে গ্রাস যারে, শান্তি-সুখ হায় !
সুদূর-স্বপন তার ; নয়ন-কমলে
নিশি দিন ঝরে অশ্রু বারিধারা প্রায়।
হায় রে ! শোণিত-স্রোতঃ বিষের মতন
বহিতেছে ধমনীতে, জীবনে মরণ।

প্রবাস হইতে যবে ফিরিনু আলয়ে,
ভাবিলাম ভবিষ্যৎ, ঘোর বর্ত্তমান!
হেরিলাম আশালতা সম্মুখে পড়িয়ে,
ছিন্নমূল, ছিন্নদল, বিগতপরাণ!
অচিন্ত্য পতন তার, অচিন্ত্য মরণ,
ভাসাইল তপ্ত বুক ঝরিল নয়ন।

ভবিষ্যৎ অন্ধকারে করিয়া নির্ভর,
সুখের কল্পনা করি দেখি'ছি স্বপন;
স্থাপিয়াছি অট্টালিকা বিমান উপর,
সুখবীজ স্রোতোজলে করেছি বপন!
মোহান্তে এখন দুঃখ-নিশার আঁধার
নিরখি আতঙ্কে প্রাণ, কাঁপে বার বার।

রে অদৃষ্ট, রুষ্ট-বিধি-লেখনী-লাঞ্ছিত!
কত দিন, কত যুগ, হায় নিরন্তর
কালের কঠিন করে, হ'ব বিড়ম্বিত?
কত দিন ভেসে যাব? ভাসে ক্ষুদ্রতর
স্রোতোধীন তৃণ যথা স্রোতস্বতী নীরে।
সুখের সু দিন হায় আসিবে না ফিরে?

অদৃষ্ট ! তুই কি পোড়া মানবেরে হেন
যাতনিতে, বিড়ম্বিতে, আশার মুরলী
বাজায়ে প্রলুব্ধ কর মানুষের মন ?
তুই কি শাসন দণ্ড ভীম করে তুলি
অজ্ঞাত শক্তির বলে শাসিছ মানবে ?
এত কি প্রভাব তোর সংসার-আহবে ?

দরিদ্রতা-বহ্নি-চিতা অতি ভয়ঙ্কর
করিয়াছে অভাগারে একেবারে গ্রাস ;
পুড়িতেছে বাসনার কুসুম নিকর,
মর্ম্মভেদী সেই দৃশ্য ! ভয়ানক ত্রাস।
অকালে কালের গ্রাসে আঁশা বিনোদিনী,
হায় যথা গরুড়ের নখরে নাগিনী।

যাই ফিরে ঘরে ; মা-র পূজিগে চরণ,
স্নেহময় জনকের লয়ে পদধূলি ;
সুন্দর সরল শিশু প্রিয়দরশন
ভ্রাতা মম, অনুপম ; ল'ব কোলে তুলি
সোনার হাসিটি তার পড়িবে ফুটিয়া
জুড়াইব দুঃখানল-দগ্ধীভূত হিয়া।

যাই ফিরে ঘরে ; ঘোর দারিদ্র্য যাতনা,
দেখিবেন স্নেহময়ী দুর্গতি আমার,
কাঁদিবেন মহাদুখে, তা'ত সহিবে না ;
এক বিন্দু অশ্রু তার, শত বজ্রধার !—
কি অসহ্য বিড়ম্বনা !—তবু হা ঈশ্বর !
হউক্ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ নিরন্তর।

জগদীশ ! দীননাথ ! দীনের শরণ !
আশীষ সন্তানে তব, ওহে স্নেহময় !
নাহি ডরি দীনতায়, না ডরি শমনে,
কালের ঘূর্ণিত চক্রে—প্রহেলিকাময় !
খেতে পারি হলাহল আকণ্ঠ পূরিয়া,
পীযূষ-পূরিত নাম, অন্তরে স্মরিয়া।

দীননাথ ! দীনতার সম্মুখ সমরে,
জয় পরাজয় মম, মম ভাগ্যাধীন ;
কিন্তু যেন ভক্তিপূর্ণ পবিত্র অন্তরে
পূজি ও পবিত্র পদ সুখে চির দিন।
সত্য ধর্ম্ম,—এই ভিক্ষা, ভ্রমেও কখন
ভুলি নাহি হই নাথ কলুষিতমন।

যমুনা-পুলিনে

(গভীর নিশীথে চন্দ্রোদয়ের সময় লিখিত।)

কি ফুল ফুটিছে ওই গগনের স্নিগ্ধ কোলে,
খুলেছে কি স্বর্গের দুয়ার !
দিক্ হ'তে দিগন্তরে গলিয়া পড়েছে যেন
পরাণের হাসিটি কাহার !
কি মধুর !—নিরমল ! হাসির তরঙ্গগুলি
অন্তর ধরিয়া যেন টানে।
কি কবিত্ব !—ভাবুকতা ! ঢালা কত পবিত্রতা !
কি সারল্য চন্দ্রমার প্রাণে !
নীরবে গগনে উঠি নীরবে চলিয়া যায়,
অন্তরেতে নাহি হাহাকার !
নাহি জ্বালা অশান্তির, নাহি ক্লেশ দীনতার,
নয়নে না বহে অশ্রুধার।
পরাণ উচ্ছ্বাসে ভরা, অন্তর অমৃতে গড়া,
বাসনার হয়েছে নির্ব্বাণ।
বড় সাধ শশি, আজ হৃদয়ের মাঝে ধ'রে,
তোমাতে ডুবায়ে রাখি প্রাণ।

শশধর ! প্রাণে তব   ফুটিয়া পড়েছে শান্তি,
আশা যেন কালকবলিত।
জীবনের পিপাসার   সমাধি হয়েছে যেন,
সুখের সাগর উছলিত।
গাইছে যমুনা মরি !   ললিত কল্লোল তুলি,
তরঙ্গে ফুটিয়া পড়ে হাসি।
চন্দ্রিকা-জড়িত যত   হাসিমাখা মৃদু ঢেউ
বহে যায় আনন্দ প্রকাশি।
ঘুমন্ত জ্যোছনা কোলে   নৈশ বায়ু হেসে খেলে,
লহরীর গলা ধ'রে ধায়।
সখার মিলনে যেন   উছলে সখার প্রাণ,
হাসি মুখে নাচিয়া বেড়ায়।
অনিলদোদুল্যমান   শ্যামল বিটপী গুলি
পরিয়াছে কৌমুদীর হার ;
নবীন-নীরদ-কোলে   ঘুমন্ত বিজলী যেন,
ঢালিয়া দিয়াছে হৃদিভার।
নীরব—নিস্তব্ধ ধরা, শান্তির সাগরে মগ্ন,
ত্রিতাপ হয়েছে অবসান।
কত তৃপ্তি ! কত প্রীতি ! কত শান্তি মরি মরি !
আহ্লাদে পড়িছে গলি' প্রাণ।

দেবতার কিবা স্নেহ!—উছলে অমৃত সিন্ধু
অন্তরের অন্তরে আমার;
ইহারি কাঙ্গাল করি, দেবতা সৃজিলা মোরে,
পান করি সে সুধার ধার।
মনোরমা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-সাগর মাঝে
আপনারে যাই হারাইয়া;
কত অশ্রু যায় মুছে, কত শান্তি আসে প্রাণে,
প্রেম-সিন্ধু উঠে উথলিয়া।
আশার সে তুষানল অলখিতে নিবে যায়,
বসি যবে যমুনার কূলে;
বিষাদের বিষমাখা জীবন-কাহিনী গুলি
জানি না কেমনে যাই ভুলে।
এস শান্তি! এস বুকে,—মরুভূমে মন্দাকিনী
দগ্ধ জনে কর প্রীতি দান।
বাজায়ে হৃদয়-বীণা, ভকতি কোমল কণ্ঠে
প্রাণেশের করি গুণ গান।

প্রকৃতি মা।

আমি মা, দুধের শিশু বুঝি না সংসার ;
ভোগ-সুখে অভিলাষ নাহি গো আমার ;
আশার হিল্লোলে আর নাচিতে চাহি না,
হেসে খেলে চলে যাই, প্রকৃতি মা, প্রকৃতি মা।

সংসার-জীবনে আমি তৃণের সমান ;
পরেশ প্রীতির ফুল—একটি পরাণ ;
একটি বিষয় কণা হৃদয়ে পশে না,
হেসে খেলে চলে যাই, প্রকৃতি মা, প্রকৃতি মা।

দুখ আসে, চলে যায় বিজলীর মত ;
চিন্তার তরঙ্গ হৃদে উঠি খেলে কত ;
আঁখিভরা অশ্রু-বিন্দু একটি ঝরে না,
হেসে কেঁদে চলে যাই, প্রকৃতি মা, প্রকৃতি মা।

দীনের কুটীরে হেরি মলিন বদনে
কাঁদে দুঃখী, ঢালে অশ্রু জীবন মরণে,
পরাণ উঠে মা কেঁদে, তিষ্ঠিতে পারি না ;
সহে না দুঃখীর দুখ, প্রকৃতি মা প্রকৃতি মা।

থা'ক্ ধনী ভোগ-সুখে অভিমান লয়ে ;
গা'ক্ সে সুখের গান আকুল হৃদয়ে ;
মজিতে অলীক সুখে আমি ত পারি না ;—
অবিরাম কাঁদে দুখী ; প্রকৃতি মা, প্রকৃতি মা

দুখী মোর পিতা মাতা, দুখী মোর ভাই ;
দুখ লয়ে সুখ-গান গেয়ে গেয়ে যাই ;
যেখানে দুখীর অশ্রু, সেখানে বাসনা—
ঢালি অশ্রু দিবানিশি, প্রকৃতি মা, প্রকৃতি মা।

তুলে নে মা স্নেহ-করে স্বার্থের গরল ;
ভেঙ্গে দে মা ভিখারীর মোহের শৃঙ্খল ;
মা তোর নদীর জলে, মা তোর বনের ফলে,
সুখে থাকি, এ জীবনে এই ত বাসনা,—
তোমারি কোলের শিশু ; প্রকৃতি মা, প্রকৃতি মা

স্বার্থশূন্য হ'য়ে মাগো তুমিও সতত,
পরের সেবায় সুখে রয়েছ নিরত।
সন্তানে তেমন ক'রে, সংসারে দেহ মা ছেড়ে,
পরকে আমার ভাবি—এই ত বাসনা—
খাটিব পরের তরে, প্রকৃতি মা, প্রকৃতি মা।

বনফুল ক'রে দে মা, অঙ্গ আভরণ;
কেড়ে নে মা গরবের ভীষণ ভূষণ;
সাজিয়া যোগীর বেশে, ফিরিব মা দেশে দেশে,
কোথা দুখী, অশ্রু তার অসহ্য যাতনা,
দেখিব, কাঁদিব দুখে, প্রকৃতি মা, প্রকৃতি মা।

সাজাও সাজাও মোরে, পরদুখ-অশ্রু-হারে,
পরে সুখী ক'রে সুখী হ'ব গো সংসারে।
এ দীনের দয়াময়ি, ইহাই কামনা,
প্রাণ যায় যা'ক্ তাহে, প্রকৃতি মা, প্রকৃতি মা।

মেঘনার কূলে।

বর্ষা অবসানে, সায়াহ্ন সময়
করি তরী আরোহণ;
ভ্রমিয়া উল্লাসে সলিলের পথে,
(সঙ্গে বন্ধু এক জন)
মেঘনার কূলে বাঁধিয়া তরণী
দেখি'ছি সায়াহ্ন শোভা ;—

শুভ্র হাসি মুখে তরঙ্গের মালা,
নাচিতেছে মনোলোভা।
এমন সময় দেখিনু বিস্ময়ে,
জীবন্ত মহিষ পাশে ;
মেঘনার খর প্রবাহে পড়িয়া
চলিয়াছে ভেসে ভেসে।
তরঙ্গের ঘায় কভু ডুবে যায়,
কখন ভাসিয়া উঠে ;
কি ঘোর সঙ্কট!—হায় রে! সংসারে
এমনই বিপদ্ ঘটে ?
নাক মুখ কাণে পশিতেছে জল
পরাণ অস্থির হায়!
রোষ ভরে যেন আসি ঢেউ গুলি
ঝাঁপিয়া ধরি'ছে তায়।
আবার দেখিনু, নদী-কূল-জলে
আছে এক খুঁটি পোতা ;
তৃণগুচ্ছ এক ভাসিয়া আসিয়া
আশ্রয় লইল তথা।
নাহি ভেসে যায়, খর স্রোতে আর,
ধরিয়া রয়েছে খুঁটি ;

বহু ভাগ্যফলে, লভিনু হেথায়
ভাল উপদেশ দু'টি।
কহিনু সুধায়ে প্রিয় বন্ধুবরে,
ওই মহিষের মত,
সংসারের স্রোতে, কোটি কোটি নর
ভাসে ডুবে অবিরত।
নাক মুখ কাণে পশে জল রাশি,
পরাণ অস্থির হায়!
রোষ ভরে যেন আসি তুঙ্গ ঢেউ
ঝাঁপিয়া ধরি'ছে তায়।
বিভুর চরণ অবিচল খুঁটি,
ধরিয়া রয়েছে যারা,
নাহি ডুবে ভাসে সংসার-প্রবাহে
তৃণগুচ্ছ সম তারা।



সমাপ্ত

চারুমুদ্রণ যন্ত্রে—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সংবাদপত্রের মত।

ঢাকার তূর্ণড কাব্য।—ঢাকাই ঝড়ের ভীষণ লীলা কাব্যাকারে বর্ণিত। লেখা মনোহর। গ্রন্থকার কবি ও সহৃদয় বটেন। গ্রন্থ পাঠে পাঠক পরিতৃপ্ত হইবেন। বঙ্গবাসী।

ঢাকার তূর্ণড কাব্য।—কবির নাম পুস্তকে উল্লিখিত নাই। নাই থাকুক, তাঁহার কবিত্বশক্তি আছে। ১২৯৪ সালে ঢাকায় যে ভীষণ ঝটিকা হয়, তাহা উপলক্ষ করিয়া পুস্তিকা খানি লিখিত হইয়াছে।

সহচর।

ঢাকার তূর্ণড কাব্য।—কবির বর্ণনা করিবার শক্তি যথেষ্ট আছে। * * *

নব্যভারত।

ঢাকার তূর্ণড কাব্য।—স্বভাব বর্ণনায় গ্রন্থকারের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। শরৎ বাবু কালে লোভনীয় কবিযশঃ লাভে সমর্থ হইবেন।

সারস্বত পত্র।

সদ্ভাব-কুসুম।—* * * যুবক ও বৃদ্ধের পাঠ্য হইয়াছে। গ্রন্থ পাঠে তাঁহারা উপকৃত হইবেন। গ্রন্থকারের ভাব, পদবিন্যাস ও কবিত্ব শক্তি যথেষ্ট আছে। কবিতাগুলি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

নব্যভারত।

অবলা-বান্ধব।—পুস্তকখানি প্রকৃতই "অবলা-বান্ধব"। আমরা এ পুস্তক পড়িয়া নিরতিশয় সুখী হইয়াছি। * * * দেশের বালিকা বিদ্যালয় সমূহে এ পুস্তকের সম্যক্ আদর হওয়া উচিত। মেয়েদের যদি পুস্তক পড়াতেই হয় তবে এমনি পুস্তক তাহাদের পড়ান উচিত। বঙ্গবাসী।

অবলা-বান্ধব।—এই পুস্তক খানিতে অবলার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। পতির প্রতি কর্ত্তব্য, বিনয়, শিষ্টাচার, লজ্জাশীলতা, শরীরপালন প্রভৃতি বিষয় অতি দক্ষতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। এরূপ সদুপদেশ পূর্ণ পুস্তক স্ত্রীলোকের হস্তে অর্পণ করিতে আমরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। আমরা তাঁহাদিগকে সমগ্র পুস্তক পাঠান্তে তদনুসারে কার্য্য করিতে পরামর্শ দিতেছি।

সহচর।

অবলা-বান্ধব।—গ্রন্থখানির প্রথম দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখিলাম। পঠিত অংশ হইতে এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে যে, মার্জ্জিত বঙ্গভাষায় ভাবব্যক্তি বিষয়ে গ্রন্থকারের বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। * * * যাহা হউক পরিণীতা যুবতী ও পৌঢ়া কামিনীগণ কথিত গ্রন্থ হইতে উপদেশ লাভ করিতে পারেন। এবং তাঁহাদিগের হস্তে ইহার এক এক খণ্ড অধ্যয়নার্থ অর্পিত হইতে পারে।

শ্রীকুঞ্জলাল নাগ এম, এ,
প্রিন্সিপাল জগন্নাথ কলেজ।

ঢাকা-কলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ইংরাজী পত্রের অনুবাদঃ—"আমি শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র ধর প্রণীত অবলা-বান্ধবের কতক অংশ পাঠ করিয়াছি এবং আমি মনে করি যে ইহা মহিলাগণের পাঠোপযোগী।"